শেরপুর জেলা



শেরপুরের জেলা রেজিস্ট্রার নুর নেওয়াজের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

নিকাহ রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর জাল করে ইস্তফা-রিজাইনের মিথ্যা নাটক

শেরপুর প্রতিনিধি:
শেরপুরর জেলা রেজিইটার মোঃ নুর নেওয়াজের বিক্রজে
শেরপুর সদর উপজেলার ১০ নং চর পশ্চিমারী ইউনিয়নের
কার রেজিইটার শফিকুল ইসলামের যাফর জাল করে
ইফা/ রিজাইন পৌচার তৈরি করে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে
মোটা অংকের টাকার চুজিতে নতুন নিকাহ রেজিইটার নিয়োগ দিতে আইন মন্ত্রলালয়ে প্রতিবেদন প্রেরনের
অভিযোগ পিত্র আইন মন্ত্রলালয়ে প্রতিবেদন প্রেরনের
অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায় শেরপুর জেলার সদর
উপজেলাবীশ ১০ নং চর পশ্চিমারী ইউনিয়নে নিকাহ
রিজিইট্রার মোট শফিকুল ইসলাম বিগত ১৭/১১/১২ ইং
তারিকে নিয়োগ প্রাপ্ত বয়ে অদার্বধি সরকারি কোষাগারে
নিয়েমিত রাজস্ব জমা দিয়ে সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে দায়িত্ব পালন
করিয়া আগিতেছেন।

ান্ধানত স্বাভাৰ জনা দিয়ে পুঠ ও পুন্দার ভাবে পারিত্ব পাণন করিয়া আগিতেছেন। এমতাবস্থায় নতুন নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ দিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে বর্তমানু ক্রেলা বিজ্ঞান বাদ বাতির দেওবার বাদ করিত কেলা রেজিন্ট্রার কার্যালয়ের ০৩-০৪-২০২৪ খ্রিঃ তারিখের ১০.০৫.৮৯০০.০০১.৩২.০০১.২৪.১৩৬ নং স্মারক মূলে উক্ত ইউনিয়নে কর্মরত নিকা্হ মোঃ শৃষ্ঠিকুল

শারক মূলে ডক্ত হটালারনে কমরত ।নকাহ মোর শাককুল ইনলামের যালমর জাল জালিয়াতি করে ইফলা, বিজাইন লেটার ঠৈরি করে মোটা অংকের টালার চুক্তিতে নতুন নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ দিতে আইন মন্ত্রনালয়ে প্রতিবেদন প্রেরন করেছেন। পরবর্তীতে উক্ত ইউনিয়নে কর্মরত নিকাহ মোঃ শফিকুল ইসলাম আইন মন্ত্রনালয়ের মৃতির বরারের লিখিত অভিযোগ দাখিল করিল উর্ধতন কতৃপক্ষের হস্তেক্ষেপে জেলা রেজিস্ট্রার নুর নেওয়াজ উল্লেখ



১০.০৮.৫৯০০.০০১ বং.০০১, ২৪.১৩৬ ন শার্যাকে ধি পত্রখানা প্রেরণ করা হরেছিলো তা ছিলো অনিচ্ছাকৃত এবং শেরপুর পৌরসভা ৭.৮ ও ৯ নং ওয়াডের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব আবুজর মোঃ আল-আমিন অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে পত্রখানা অগ্রায়ণ করতে বাধ্য করেছে যা একজন মাধ্যমে পত্রমাণা অগ্নায়ণ করতে বাথ্য করেছে যা একজন সকলবারী চাকবিজীবীর জনা বর্ষই কজার বিষয়। আবেদনে জনাব শহিকুলের যে স্বাক্ষর রয়েছে তা জনাব আবুজর মোঃ আল-আমিন নিজে শহিকুল সেজে শহিকুলের স্বাক্ষর প্রসান করেছে। ভবিয়তে কোন কিছু যাচাই না করে অগ্রায়ণ করবে না মর্মে অঙ্গিমগুল করে অর্থায়ণ করবে না মর্মে অঙ্গিমগুল করে অর্থা কোন অব্রথমণ জির নিকট আর কথনই নতি স্বীকার করবে না বলে গত ৩৭ 09-2028 খ্রিঃ তারিখে ১০,০৫.৮৯০০.০০১.৩২.০০১.২৪.২৪০ নং স্মারক মুলে আইন মন্ত্রনালয়ে পত্র প্রেরন করেন। এবিষয়ে উক্ত ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রারের এক আত্মীয় বলেন যে সরকারের এতো গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে শুধু মাত্র ব্যাক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অধিক টাকার আশায় এমন অসৎ উপায় নাতের তেনেরে দুর্বিক তার বারে বিশ্ব জনতার অবলম্মন করে কতিপয় দালাল ও কর্মচারীর সহযোগিতায় নিকাহ রেজিস্ট্রারের সীল-স্বাক্ষর জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ইসতফা/ু রিজাইনের মিধ্যা নাটক সাজিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এখন

ঢাকা থাতারে। নারেছে এখন
উর্ধতন কতৃপক্ষেক চাপে নিজে বাচার জন্য কর্মচারীদের
উপর দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন।
ইতি পুর্বেও অনিয়ম দুর্নীতি ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে
রীরব্দী উপজেলার ২ নং রানী শিমূল ইউনিয়নে মোঃ মাসুম
বিল্লাহ নামে পার্নোঝাফি মামলায় ৫ বছরের সাজা প্রাপ্ত
ব্যাজিকে জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের ২০/০১/২০১৯ ইং তারিখের ১০৩(৮) নং স্মারকটি লাল কালি দিয়ে কাটা জ্যের ১০৩(৮) স্থলে ১০৩(৭) নং জাল ভ্রা স্মারক ব্যবহার করে নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ পত্র সৃজন করে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

শ্রীবরদী থানা লো পুলিুশ, শেরপুর।

পাওনা টাকা চাওয়ায় যুবককে পিটিয়ে হত্যা

শেরপুরের শ্রীবরদীতে পাওনা টাকা চাওয়ায় নাজমুল হোসেন (৩২) নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৬ জুলাই) সদ্ধ্যায় উপজেলার তাতিহাটী ইউনিয়নের চককাউরিয়া বনপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নাজমূল হোসেন চককাউরিয়া বনপাড়া গ্রামের মো. ক্রন্থল আমিনের ছেলে। হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার নো, রুম্প আন্যান্দর (হলে। প্রভার আঙ্কারণে ফ্রেলে ।
নো, জাফর (৪০) একই আনের মৃত আবুলু হনের হেলে।
নিহতের হোট ভাই ইয়াছিন হোসেন বাদী হরে শনিবার
না, জাফরেক প্রধান আসামি করে ৭ জনের নাম উল্লেখ
করে মামলা করেন। মামলার অজ্ঞাতনামা ৩৪ জনকে
আসামি করা হয়েছে। এ মামলার তাকে প্রেজার করা
হয়েছে। মামলা ও পরিবার সূত্রে জানা গোছে, নাজগুলের
আত্মীর মো, জাফর। পারিবারিক প্রয়োজনে জাফর প্রায়
কই বছর আপে নাজগ্রাকর প্রায়াভ মাজলার প্রথার দই বছর আগে নাজমলের মা মোছা, মাজেদা বেগমের ু কাছে ২ লাখ টাকা ঋণ নেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় নাজমুল ওই টাকা চাওয়ায় মো. জাফরসহ তার লোকজন নাড হোসেনকে পিটিয়ে মাথা, ও শরীরে আঘাতে করেন।

এ সময় নাজমলের মা মাজেদা বেগম ও নানা মো. মাছেন প্রপান সাজনুসার মা মাজেসা কোন কানা মোন মাডের আলীকেও মারধর করা হয়। ছানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্তের আনলে চিকিৎসক নাজমূল হোসেনকে ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স ও হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে যাওয়ার নিত্রেলারের ও ব্যালার এলাকায় পৌছালে নাজমুলের সূত্য হয়। শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কাইয়ুম খান সিদ্দিকী বলেন, এ ঘটনায় নিহতের ছোট কবিষ্কুর খানা গালকার বিনের এ বিজ্ঞার বিক্রের হোট ভাই বাদী হয়ে শনিবার দুপুরে থানায় মামলা দায়ের করেছে। হত্যা মামলার প্রধান আসামি মো. জাফরসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য শেরপুর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তুচ্ছ ঘটনায় ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল যুবকের

যশোরের চৌগাছায় তচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ করে প্রতিপক্ষের মলোমের সেনাথাস ব্যক্তর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আভানেকর ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হরেছেল। শনিবার (২৭ ছুলাই) সন্ধ্যার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আলী হোসেন ওরফে খোকন (২৮) পৌর এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের

হুদাপাড়া মহন্তার মৃত আপুল মুজিদের ছেলে। ছানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি থোকনের মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। তবে বর্তমানে তিনি সুস্থ ছিলেন। শনিবার দুপুরে খোকনের সূঙ্গে একই মহন্ত্রার হারনের ছেলে আশরাফের তুচ্ছ ঘটনার জেরে কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে সন্ধ্যায় আশরাফ, তার ভাই রেজা ও ভগ্নীপতি মালেক খোকনকে ছুরিকাঘাত করে। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যবত

চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। চৌগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, মরদেহের সুরতহাল সম্পন্ন হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

দুই পুলিশ প্রত্যাহার

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি :

ঘবিশক্ত প্রতিনিধি:
বিশ্বতির মাধবপুরে বাবসাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে এক ব্যবসায়ীর
থেকে মোবাইলফোল জব্দ করে জয়ভীতি দেখিয়ে টাকা
আদারের অভিযোগে ২ পূলিদ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা
আঘারের অভিযোগে ২ পূলিদ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা
আহারে। এই দুই পূলিদ কর্মকর্তাক হলেন, মাধবপুর থানার
এসআই মীন মোহাম্মন ও এএসআই আবদুল হাকিম।
রোববার (১৮ জুলাই) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন
পূলিশ পুপার জাজার হোসেন।
পূলিদ পুপার জাজার হোসেন।
পূলিদ পুপার ফলেন, অভিযুক্ত পূলিদ সসসম্যানে বিজ্ঞান্ত
ধ্যক্ষারার আছা প্রত্যাক থারেইজ্বানার ও টাকা-প্রয়াস
প্রক্রার ক্রান্ত প্রত্যাক থারেইজ্বানার ও টাকা-প্রয়াস
ধ্যক্ষার আরাইজ্বানার ও টাকা-প্রয়াস
ধ্যক্ষার আরাইজ্বানার ও টাকা-প্রয়াস
ধ্যক্ষার আরাইজ্বানার ও টাকা-প্রয়াস
বিশ্বতির ভারতির ভারতির ভারতির ভারতির ভারতির প্রয়াস
বিশ্বতির ভারতির ভ

একজনের কাছ থেকে মোবাইলফোন ও টাকা-পয়সা ব্রুজনার কাছ ব্যক্তে বোণা-বোকোন ও তালো-সাম্র নিয়েছেন এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিত তাদের প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে যাচাই-বাছাই চলছে। যদি অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবন্ধা নেওয়া হবে।





জানা যায়, মাধবপুর উপজেলার জগদীশপুর বাজারের আলী আহমদ আলতাফ অভিযোগ করেন, এসআই দ্বীন মোহান্দদ ও এএসআই আব্দুল হাকিম ২৫ জুলাই তার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ও এএন/আৰ আপুল থাকেন বহু জুলাহ তার বাবনাপ্রাতিষ্ঠানে প্রজ্ঞিক ক্ষেত্রিক ক্ষেত্রিক ক্ষেত্রিক ক্ষেত্রিক ক্ষেত্রিক ক্ষেত্রিক ক্ষেত্রক ক্ষান্ত পেরে ছানীয় বাবনায়ীরা বিষয়ে দেন। ঘটনাটি জ্ঞানতে পেরে ছানীয় বাবনায়ীরা বিষয়ে দিশা স্থাবিক জ্ঞানা। এর ক্ষেক্ষিতে শনিবার (২৭ জ্ঞানাই) রাতে তই ২ পুশিশ কর্মকর্তাকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে হবিগঞ্জ পুশিশ

মা-ভাই ও বোনকে আটকে প্রবাসীর স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ



কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জে ভাড়া বাসায় মা এবং ছোট দুই ভাই-বোনকে এক কক্ষে আটকে রেখে অন্য কক্ষে প্রবাসীর ব্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গোছে। প্রবাসীর ব্লীকে (২৪) কিশোরগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুক্রবার (২৬ জুলাই) সকালে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের হারণয়া কসাইখানা রোডের একটি চারতলা ভবনের

থারণ্ডা। কলাথবাদা রোডের অফাট চার্ডপণা ভবনের নিচতলার এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানা-পুলিশকে জানানো হয়। সেদিন রাতেই অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মো. রাকিব (৩২) ও মো. আনোয়ার হোসেন ওরফে আনাছ (২০) নামে দুজনকে আটক করে পুলিশ। মো. রাকিব শহরের হারুয়া সওদাগরপাড়ার করিমুল্লাহর ছেলে এবং মো. আনোয়ার হোসেন ওরফে আনাছ হারুয়া কসাইখানা এলাকার আব্দছ ছালামের ছেলে। এ ঘটনায় শনিবার ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে ৬ জনকে আসামি করে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় মামলা করেছেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয় জেলার কটিয়াদী উপজেলার মারশার আভাবোগে বলা হবা, তেলার ফাররানা ভগভেলার ওই নারী বাবামা ও ছোট দুই ভাইবোনকে নিয়ে গত ৭ জুলাই কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের হারুয়া কসাইখানা রোডের একটি চার্তলা ভবনের নিচতলায় একটি ইউনিট ভাড়া নেন। একই এলাকার মো, আনোয়ার হোসেন ওরফে আনাছ

ওই বাসাটিতে গিয়ে পরিবারটির সঙ্গে পরিচিত হন এবং ওই নারীর মাকে ধর্মের মা বানান। এতে আনাছের সঙ্গে পরিবারটির সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত বুহস্পতিবার ওই নারীর মামামার বেড়াতে আসেন। পরিদিন গুক্রবার সকাল ৬টার দিকে আনাছসহ ৬ যুবক বাসাটিতে হানা দেন। এ সময় তারা এই বাসায় খারাপ কাঞ্চ হয় বলে ওই নারীর

মামামামিকে গালিগালাজ কবে বাসা থেকে বেব কবে দেন। মানুমানাধে সালগাশাজ জরে বাসা থেকে বের করে কেন। পরে সিহাব ও সুমন নামে দুই যুক্ত বাসার একটি কক্ষে ওই নারীর মা, ছোট ভাই ও বোনকে আটকে রাখে ও হত্যার হুমুকি দেয়। অন্যদিকে বাসার অন্য একটি কক্ষে আনুাছ, ব্যক্তির বিশ্বনাধিক বালার বাদ্য বর্মাণ্ড বর্মাণ্ড বাদ্যিল। রাক্তির, বাছির ও ফারুক এই চারজনে মিলে ওই নারীকে পালাক্রমে ধর্মণ করে। একপর্যায়ে ওই নারী অসূছ্ হয়ে পড়লে ধুর্মকেরা চলে যায়। এরপর মা ও ছোট দুই ভাইবোন তাকে কিশোরগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।

তাকে দ্বানার্থক তেনাক্রের বানানাক্রের বানা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মাহমুদা আজ্ঞার বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পার্ট্যুনো হয়েছে। রিপোর্ট এলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে

পাতিয়ে পেওয়া হবে। কিলোরগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ গোলাম মোন্তফা গণমাধ্যমকে জানান, এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করেছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

টাঙ্গাইলে দুই বন্ধ্বকে নিয়ে বাসরঘরে স্ত্রীকে 'ধর্ষণ' করলেন স্বামী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

তালাংশ আতানান টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে স্বামীর সহযোগিতায় রাসবঘরে ঢাপাংলের কালিখাওাতে স্থামার সংযোগিতার বাসবাধার বা নববৰুকে ধর্মকৈ অভিযোগ উঠেছে দুই বন্ধুর বিকরণের ঘটনামা অভিযুক্ত ন্বামী আত্মল বাছেদ (২৫) ও বন্ধু জন্তুলক ইনলামকে (২৮) গ্রেজার করেছে পূলিশ। পলাতক রাফেল আরেক এক বন্ধু। জন্তার (২৬ জুলাই) কালিহাতী থানায় ন্বামী ও তার দুই বন্ধুর বিকলে মাফলা করেছেন ভুক্তভোগীর মা। অভিযুক্তরা হলেন- মামী আন্দুল বাছেদ ও তার বন্ধু জন্তুকল ইনলাম একং রবিন মিয়া।

জ্বানীয় ও মামলা সূত্রে জানা যার, সম্প্রতি বিয়ে করে ওই নববধুকে নিজের বাড়িতে তোলেন বর। বাসররাতে প্রবেশের পর বরের সহযোগিতায় তার দুই বন্ধু কৌশলে থবেশেশ পর বরের সহযোগাতায় তার সুহ বন্ধু কোশলে
ভুজতোগী নববংক হবং আইল করেন। পরে ভুঞাপুর
উপজেলার নিকলাপাড়া আমে বাবার বাছিতে বিয়ের ফিরনিতে গিয়ে ভুজতোগী নববধু এ বিষয়ে জানিরে কেন
ভারিত গিয়ে ভুজতাগী নববধু এ বিষয়ে জানির করেনে
ভার বৃদ্ধরা এ ঘটনার কথা খীকার করেন্ডেন বল
ভুঞাপুর উপজেলার গাবসারা ইউনিয়নের সাবেক
সোরামান্ন মান্দির জানিরাছেন।
ঘটনাটি জানাজানি হলে পুলিশ বৃহম্পতির অভিন্ত ভারী
ভারিত বিষয়েক বিষয়েক বিষয়েক বিষয়েক বিষয়েক বিষয়েক বিষয়াক

বাদনা।ত জানাভাল। মন্ত নুলন বুংশাতার আওবুত খানা আদুল বাহেদ ও বন্ধ জহুলাই ইনালারক প্রোপ্তার করে এবং ক্রুজতানী নববারক উজার করে বানায় নিয়ে আচেন। এর বিষয়ে কালিবছাতী খানার বিশ্ব কারাকল হাককক গণমাধ্যমকে জানান, বক্রবার সকালে অভিযুক্ত খামী ও তার বন্ধকে টাঙ্গাইল আনালাতে পাঠানো হয়েছে। এ খানায় নববর্ধ নার্বীরক পরীক্ষার জন্য টাঙ্গাইল জেলারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

টাঙ্গাইলে গৃহবধূকে ধর্ষণ অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টালাইলৈ বাতিনাধি
টালাইলের ঘাটাইলে এক গৃহবধৃকে ধর্মগের অভিযোগ
উঠেছে। এ ঘটনায় এই গৃহবধৃর করা ধর্ষণ মাহলায়
অভিযুক্ত শহিন্দা ইসলাম টিক্কা (৫০) ও তার সহযোগী
মো. থোকনকে (৪০) প্রোপ্তার করেছে পূর্লিশ। আরেক
সহযোগী মো. মনির (২০) পলাকক রয়েছেন। শনিবার
(২৭ জুলাই) সূব্র ঘটনাটি ঘটনাই উপজেলার বাইচাইল
প্রামে। প্রাথমিক জিজাসাবাদে ধর্মগের কথা শহিন্দল ইসলাম টিক্কা স্বীকার করেছেন বলে জানান ওসি মোহাম্মদ আরু ছালাম মিয়া।

আবু ছালাম শিষা।
ছানীয়রা জানান, ধর্ষণের শিকার ওই গৃহবধূর বাড়ি
ঘাটাইলের পার্শ্ববর্তী উপজেলা গোপালপুরের বৃটিয়া গ্রামে।
তার স্বামী মো. শামীম মণ্ডল ঢাকার আওলিয়া এলাকায়
একটি ফ্যাস্ট্রিরিতে চাকরি করেন। তিনি ছুটিতে এসেছেন ১৮ জুলাই। ঘাটাইল উপজেলার বাইচাইল থামে মো. শমদের ওরফে শমের বাড়িতে বাসা ভাড়া নিয়ে তিন তলার একটি ফ্লাটে থাকেন তারা। মামলার বিবরণে জানা যায়, বাইচাইল থ্রামের আতাব আুলী

নামশার পরবাং জানা মার, বাহাওমেনা আনের আতার আদা থানের ছেলে শহিদুল ইসালার চিক্তা বাছির মালিক শানেরেরে নিকটাখ্রীয়। তাই টিক্তার নির্মাহত বাতারাত ছল এই বাছিকে। শনিবার পূর্বাত, বৃহবর্যুর মারীর বাতা করতে ফ্র্যাটে যান অভিযুক্ত টিক্তা ও তার দুই সহযোগী যাটিইল স্বাবার প্রান্তের হবিবুর রহমানের ছেলে মো. যোবালে প্রত্যা কর্মাই কর্মাই কর্মাই কর্মাই কর্মাই মার বহন মো. মানির (২৩)। খামী ফ্রাটে নেই জানানোর পরও জোর মো. মানির (২৩)। খামী ফ্রাটে নেই জানানোর পরও জোর করাব টিক্তা রাজ্যক গোবলা করাব এক ক্রাই স্বাবারীকে করে টিক্কা কক্ষে প্রবেশ করেন এবং দুই সহযোগীকে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে বলেন। এ কথা শোনার পর কক্ষ থেকে গৃহবধূ দৌড়ে বের হওয়ার চেষ্টা করলে টিক্কা তাকে টেনুন থরেন এবং দুই সহযোগী দরজা বন্ধু করে টিক্কা তাকে টেনে ধরেন এবং দুই সংযোগী দরকা বন্ধ করে ন দেন। একপথারে জোক করে পুনবধুকে টেনেইফড়ে শরনকক্ষে নিয়ে যান টিক্কা এবং জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন। গৃহবধু জারাকটি গুরু করলে টিক্কা তাকে বিষয়টি গোপন রাখতে বলেন। কাউকে এ বিষয়ে বিষ্কৃ জ্ঞানালে প্রাণে রাখতে বলেন। কাউকে এ বিষয়ে বিষ্কৃ জ্ঞানালে প্রাণে কোরা হুমকি দিয়ে চলে যান। পরে ওই গৃহবধু ফোনে বিষয়টি তার স্বামীকে জানালে তিনি বিশ্বিত প্রসে ঘটনার বিজ্ঞাবিত গুরু নাতে থানায় এলে শহিনুদ্ব ইসলাম টিক্কাসং তার দুই সংযোগীর বিজক্ষে ধর্ষণ মামলা করেন।

তার পুর পর্যোগার। বর্ষক্র বর্ষকর বাদানা করেন।
এ দিকে মানলা হওয়ার পরপুরই ঘাটাইশ থানা পুলিশ করেকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে আসামিদের ধরতে অভিযান পরিচালনা গুরু করেন। প্রযুক্তির সহযোগিতায় দেড় ঘন্টার ব্যবধানে প্রধান অভিযুক্ত শহিদুল ইসলাম টিক্কা ও তার্ ব্যবধানে প্রধান অভিযুক্ত শহিন্দুল ইনলাম টিক্কা ও তারা সংযোগী মে, যোকনকে প্রোপ্তার করেন। আরেক সর্বাক্ত (প্রনি) মনির পলাতক। মাটাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকার্তা (প্রনি) মোহামান আবু ছালাম মিয়া বন্দো, প্রাথমিক জিভাসাবানে বর্ষণের কথা শহিন্দুল ইন্সলাম টিক্কা দ্বীকার করেছেন। সহযোগী বোকনসহ টিক্কান্তে আদালতের মাধানে জেল বেরাক করা হেরাছে। ধর্মানে সহযোগী আরেকজনকে গ্রোপ্তার করেতে পূলিদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গৃহবাধূকে ভাজারি পরীক্ষার ক্রান টিমাইল পাথ হাসিনা মেডিকেল করেজ হাসপাতালে পাঠানো যরেছে।

ব্রাহ্মণবাডিয়ায় একই পরিবারের ৪ জনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর পৌর এলাকার বিজয়পাড়ায় একই পরিবারের চার জনের ঝুলত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (২৮ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার বিজয়পাড়ার নিজবাড়ি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতরাু হলেন বিজয়পাড়ার বাসিন্দা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর



পুলিশের গুলি, হামলা শিকার (প্রথম পাতার পর)

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন। ১৯ জুলাই দুপুরে সায়েন্স ল্যাবরেটরি

পরাখন-নানাধান পর বুটি আখনা করেন। 1.১৯ জুলাই পুরুরে সায়েপ লাগ্যরেকটার মোড়ে আন্দোলনের ছবি ভোলার সময় ক্রিলাক স্থান্টাসাংবাদিক ভৌষিত জামান ছির মাথার জলিকৈর হন। এতে ঘটনাছলেই তিনি মারা যান। অবহুই দিনে সিলোটে দায়িত্ব পালারের সময় নায়া দিজ প্রক্রিকার সাংবাদিক এটিএম ভুরার জলিকির হন। পরাদিন হাসপাতালে চিকিভসাধীন অবস্থান তার মুকুর হব। এজড়া ১৮ জুলাই দৈদিক ভোরের আওয়াজ পত্রিকার গাজীব্যের গাছা থানা প্রতিনিধি মো. শাকিল যোসন সংবাদ সংখ্যাহ করতে গিয়ো জলিকির হয়ে মারা যান। श्रमितिक ५९ जाङ्गार आश्रतापिक

জাপাৰ্থ্য ও আহও সাংবাদিক ঢাকা ও ঢাকার বাইরের অনেক থিক ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা দায়িত্ব পালনের সময় পুলিনের ভলিতে ভলিবিদ্ধ হয়েছেন। আবার কেট কেট পুলিনের উন্নারগাস, রাবার বুলেট ও সাউভ গ্রেনেডে আহত যরেছেন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারীদের হামলার শিকার হরেছেন বা সংঘাতের মাঝে পড়ে আহত হয়েছেন।

পাখানের পদম কোটা আন্দোদনে সহিংসাতার সংবাদ সগ্রাহ করতে গিয়ে দৈনিক আমাদের সময় পরিকার ৯ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপঞ্চ। আহতরা হবলেন চিন্ন বিপোর্টার শাহজায়াহা আকল ওড় স্বটেসাংবাদিক মনজুকল বার, মো, মেহরান্ত ও আলামিন লিভন, স্টাফ রিপোর্টার আনুয়াহ কাফি ও রেজাউল রেজা

মেবলাজ ও আলামান লাখন, স্বান্ধ নিয়োগোৱ আপুন্ধার আৰু ও রোজাগুলা রেজ এবং মার্কিনিটিনের সাংবাদিক মিন্নাজুল ইনালাম ও আন্তর্গজ্ঞজ্ঞামান। পত্রিকাটির চিন্দ রিপোর্টির শাহজাহানা আক্রম্ম ওক বলেন, আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করার সময় ১৯ জুলাই কাকরাইল ও আজিমপুর এলাকয়ে আমার ওপর হামলা করা হয়। আমি ম্যোবৃষ্টিশ মোন্ ভিডিও ধারণ করাইলোম। এসময় আন্দোলনকারীরা আমাকে সময় টেলিভিশনের রিপোর্টার ভেবে হামলা করে। হামলায় আমাদের ফটোসাংবাদিক মনজুরুল বাবুর হাত ভেঙে গেছে, মাথায় একাধিক সেলাই

লোগেছে। প্রথম আলো দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার তিন জন ফটোসাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সাজিদ হোসেন, দীপ মালাকার ও খালেদ সরকার। তারা তিন জনই গুরুতর আঘাত পেয়েছেন।

আঘাত পে,একে।
কালের কট
কালের কট কট নির্বাচন ছয় জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র
কালের কট নার্বাচন কর করিয়, স্বটোসাংবাদিক লুংফল রহমান, পেশ হাসান ও
মোহাম্মদ আসাদ। এছাড়াও পত্রিকাটির আরও দুই জন মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার
আহত হয়েছেন। তারা হলেন আল আমিন ও মাহাদী হাসান।
মনজ্বকল করিম ২০ ভুলাই (শানিবার) যারাবাভী গুলালাগ্য দুর্বৃত্তদের হামলায়
জন্মতর আহত হন। তার কঢ়ামেরা ভেঙে ফেলা হয় এবং মোটরসাইকেল পূড়িয়ে

আতাননের বাংলাদেশ দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ পত্রিকার তিন জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা ্রান্ত কর্মান বাংলালেশ শাঞাপর তিন জনা সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা বেলন ফটোসাংবাদিক আলী হোলেন নিকু, ক্রাইম চিফ আলাউদিন আরিফ ও মার্কিমিডিয়া রিংলাটার আকাশ। আলাউদিন আরিফ জনান, ১৯ ছলাই মানিবাগ আবুল হোটোল এলাকায় তিনি পুলিশের তলিতে গুলিবিক্ষ হন। তার পরীরে হুররা গুলি লাগে।

ঢাকা ট্রিবিউ

ইংরেজি পত্রিকা ঢাকা ট্রিবিউনের ফটোসাংবাদিক আহাদুল করিম খান আহত হয়েছেন।

সমকাল পত্রিকার দুই জন ফটোজার্নালিস্ট গুরুতর আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র ফটোজার্নালিস্ট সাজ্জাদ মাহমুদ নয়ন ও মামুনুর রশীদ।

ডেইলি স্টার তেখান স্থান দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা ডেইলি স্টারের তিন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। সিনিয়র

ফটোজানীপিস্ট প্রবীর দাস ও মান্টিমিডিয়া সাংবাদিক আবির আহত হন ঢাকায় এছাড়া ডেইল স্টারের সিলেট প্রতিনিধি দোহা চৌধুরী গুরুতর আহত হয়েছেন। বাংলাদেশ আভাগন দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের একজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। সিনিয়র

সাংবাদিক রোহেত রাজীব ১৮ জুলাই যাত্রাবাড়ী অলাকায় হামলার শিকার হয়েছেন। ১১ জুলাই রামপুরা এলাকায় মাসুদ রানা (সংবাদকর্মী) হামলার শিকার হন। তার ঘোটনাসহিত্যেল পুতিয়ে দেওয়া হয়। এডাড়াও পাত্রিকাটির সংবাদপত্র বহনকারী ভিনটি গাড়ি রায়েরবাগ এলাকায় পুড়িয়ে দেয়া দুর্বৃত্তরা।

মানব্জমিন দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার ফটোসাংবাদিক জীবন আহমেদ ২০ জুলাই রামপুরা এলাকায় পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়। তার শরীরে ছয়টি ছররা গুলি লাগে।

. ..ত.. দেশ রূপান্তর পত্রিকার চার জন সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তারা হলেন লোপত দেশ রাগাঞ্জর গাত্রধার তার জল সংঘাদকলা অত্তব ব্যৱহেশ। তারা হলোক ফটোসাংবাদিক মহুবার বহুমান ও মোশারুক হোসেন ভুবন, স্টাফ রিপোটার নাজমূল হাসান সাগর ও মান্টিমিডিয়া সাংবাদিক সুপন সিকদার।

ইত্তেফাক

ইব্রেফাক পরিকার একজন সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি হলেন সিনিয়র ফটোসাংবাদিক আন্দল গনি

সময়ের আলো দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার ছয় জন সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তারা *হলে* ফটোসাংবাদিক আব্দুল হালিম, আবদুল্লাহ আল মমীন ও শেখ ফেরদৌস, সাহিত্য সম্পাদক আলী রেজা চৌধুরী এবং অনলাইন ভার্সনের সাংবাদিক হুমায়ন ও আল ইয়বান

বৰ্ষান। প্ৰব্যৱেৰ কাণজ পত্ৰিকার দুই জন আহত হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে ফটোসাংবাদিক মাসুদ মিদন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ১৯ জুলাই। এদিন দুপুৱে পন্টনে তার পনীবের হবার গুলি লাগে। আছাড়াও এই পত্ৰিকার রিপোর্টার মেহেনী হাসান খাজা আহত হয়েছেন বলে তার দাবি।

থাতা আহত ত্বত্তি । দৈনিক সংবাদ পত্রিকার চার জন সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র রিপোর্টার মোজফিজুর রহমান, প্রধান ফটোসাংবাদিক সোহরাব আলম, স্টাফ রিপোর্টার (ক্রাইম) মাসুদ রানা ও স্টাফ রিপোর্টার রেজাউল করিম। তানের

থারধাঝালে দৈনিক যায়ঘায়দিন পত্রিকার দুই জন রিপোর্টার হামলার শিকার হয়েছেন। তারা হলেন মান্টিমিডিয়া রিপোর্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন ও নাহিদ হাসান। দুর্বৃত্তনের হামলার তাদের হাতে ও পায়ে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

জনকণ্ঠ পত্রিকার চার জন সংবাদকর্মী আহত হয়েছে। তারা হলেন ফটোসাংবাদিক সুমন্ত চক্রবর্তী ও জসিম উদ্দিন, রিপোর্টার ফজলুর রহমান ও ঢাবি প্রতিনিধি মোজাহার।

ভোরের কাগজ

ভোরের কাগজ ভোরের কাগজ পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটোসাংবাদিক মামুন আবেদীন ও সংবাদকর্মী রাজিবুল মানিক।

ব্যক্তবানেকে ৰাত্ম আন্তৰ্গাৰ ও বংঘাৰক্ষম য়াজপুৰা মাণক। আলোকিত বাংলাদেশ আলোকিত বাংলাদেশ পত্ৰিকার দৃষ্ট জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটেসাংবাদিক মো, আভার হোসেন ও সংবাদকর্মী আরিফ। দৈনিক যুগান্তর

ে মুণাজ্ঞ্য যুগান্তর পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মাহিদা হাসান ক্যাম্পাসে হামলার শিকার হন। অপরজন নারায়ণগঃ ফতুল্লাহ প্রতিনিধি আল আমিন প্রধান। তিনি ১৯ জুলাই গুরুতর আহত হয়েছেন

স্পান্তম। দৈনিক কালবেলা পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন স্টাফ রিপোর্টার রনি রায়হান ও লিড মোজো (মোবাইল জার্নাশিজম) রিপোর্টার আকরাম

ডেইলি সান

ইংরেজি দৈনিক ডেইলি সান পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা টাসাংবাদিক রিয়াজ আহম্মেদ সুমন ও সংবাদকর্মী সায়েদ হাসান শুভ।

মানক মাতা দৈনিক বণিক বার্তা পত্রিকার তিন সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তারা হলেন লোপ ধান্দ বাতা শান্তমা তেন সাংশান্দ ওয়াওম আহত হয়েছেল। তারা হলেন ফটোসাংবাদিক মাসফিক্র আভার, কাজী সালাইউদ্দিন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মেহনী মামুন। দ্য বিজনেস স্ট্যাভার্ড

দৈনিক ইংরেজি দা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার চার জন সাংবাদিক আহত ব্যাহেদ। তারা হলেন সিনিয়র করেসপতেন্ট জসিম উদ্দিন, রিপোর্টার রোকনুজ্জামান মনি, ফটোসাংবাদিক রাজিব ধর ও মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক মো.

আজকের পত্রিকা

আজকের পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটোসাংবাদিক ফজদে এলাহী ওমর ও অন্যজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

বাংলাবাজ্ঞার বাংলাবাজ্ঞার পত্রিকার একজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তিনি হলেন ফটোসাংবাদিক এম খোকন সিকদার।

আজকের দৈনিক

আজকের দৈনিক পরিকার একজন ফাটাসাংবাদিক আহত হয়েছেন। তিনি হলেন ত্রেসেন পিপুল। ডেইলি অবজারভার

াপ ডেই।শ অবজারতার দি ডেইলি অবজারতার পত্রিকার ফটোসাংবাদিক খন্দকার আজিজুর রহমান আহত

হয়েছেন। দৈনিক মানব কণ্ঠ পত্রিকার একজন ফটোসাংবাদিক আহত হয়েছেন। তিনি হলেন

মানব কণ্ঠ

দৈনিক জনতা দোনক অনতা দৈনিক জনতা পত্রিকার একজন ফটোসাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি

হলেন মো আৰুল হালিম।

মৈনিক ইনকিলাব দৈনিক ইনকিলাব দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার একজন সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তিনি হলেন এস

েনানক নয়াদিনত দৈনিক নয়াদিনত পত্রিকার ফটোসাংবাদিক এস এম আব্দল্লাহ পারভেজ আল বাঙ্কী আহত হয়েছেন

নাতি প্রতিদিন পত্রিকার একজন ফটোসাংবাদিক আহত হয়েছেন। তিনি হলেন মো. মাসুদ পারভেজ মিলন

বাংলাদেশ পোস্ট

বাংলালে । ও , । ৩ দৈনিক বাংলাদেশ পোস্ট (ইংরেজি) পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র করেসপডেন্ট মো. আনোয়ার হোসেন ও ফটোসাংবাদিক

তারা হলেন সিনিয়র করেসপত্তেন্ট মো. আনোয়ার হোসেন ও ফঢ়োসাংবাদক জাবিদ উদ্দিন আবমেন। অনলাইন সংবাদ মাধ্যম; বাংলা ট্রিবিউন বাংলা ট্রিবিউন পত্রিকার গাঁচ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র ফট্টোসাংবাদিক সাজ্জান হোসেন, উটাফ রিপোটার আরমান ভূইয়া, আসাদ আবেদীন জয়ু, আতিক হাসান ওভ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

আবেশাল বস্ত্র, আতক বালান তব আবেলাসন্দান বিশ্বন্দলীলৈ আবিলা আন্তর্মা তারিপ্রিল। এর মধ্যে দুন্ধল কন্ধতর আহত হয়েছেল। পুলিলের ভূগিতে একছল ছরো ভলিবিদ্ধ হয়েছেল। মিনিয়র ফটোসাংবাদিক সাজ্ঞান হোনেন বলেন, ১৮ জুলাই সায়েন্দ ল্যার এলাকায় ছবি ভোলার সময় হামলাকারীরা এলোপাতাড়ি হামলা করে। এতে তিনি ওকতের আহত হন।

আওত এন। আরমান উইমাকে কোটা আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করার সময় তেজগাঁওয়ে বুলগাঁও ছাত্রলাদের তেলাকমীরা লাঠিসোঁটা দিয়ে হামলা করে। বিভিন্নিউজ্জ্ব ৪ ডটকম বিভিন্নিউজ্জ্ব ৪ ডটকম পত্রিকার দুই সাংবাদিক হামলার শিকার হুয়েছেন। হামলায়

ফটোসাংবাদিক মো, মাহমদ জামান অভি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি আসিফ জামান আহত হন।

আনক জানা আহত হয়। বাংলা নিউজ২৪ ডটকম পত্রিকার তিন জন সাংবাদিক আহত হয়েছে। তারা হলেন বিদারে ফটো-করেসপডেন্ট জিএম মুজিবুর রহমান্, স্টাফ ফটো-করেসপডেন্ট শাকিল আহমেন ও টাফ করেসপডেন্ট ইফফাত শরীফ।

সারাবাংলা সাবা বাংলা পরিকাব দই জন সাংবাদিক আহত *হযো*ছন। তাবা *হাং*লন ফটোসাংবাদিক হাবিবুর রহমান হাবিব ও মো. সুমিত আহমেদ সোহেল

বার্তা২৪ ডটকম অনলাইন সংবাদ মাধ্যম বার্তা২৪ ডটকম পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন স্টাফ রিপোর্টার খন্দকার আসিফ্জামান ও রাজু আহমেদ। প্রক্রিকাটির চিফ্ রিপোর্টার সিরাগ্রুল ইসলাম বলেন, আন্দোলন চলাকালে রামপুরা এলাকায় রিপোর্টার খন্দকার আসিফুজ্জামান হামলাকারীদের আঘাতে গুরুতর আহত হন। তাকে তিনদিন হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

সকালসন্ধ্যা পত্রিকার তিন জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন যার মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। আহতরা হলেন ফটোসাংবাদিক মো, হারুণ অর রশিদ, স্টাফ রিপোর্টার মেরিনা মিতু ও সংবাদকর্মী কল্লোল কর্মকার।

ত্রোকং নিউজ পত্রিকার একজন ফটোসাংবাদিক আহত হয়েছেন। তিনি হলেন মো. সালেকজ্জামান চৌধরী।

অক্তর্যন্ত্রণ। নিউজ এজেন্সি এফএনএস-এব সিনিয়ব ফটোসাংবাদিক সালাউদ্দিন আহমেদ শামীয় গুৰুত্ব আহত হয়েছেন

বাংশা অভিচন্দুক বাংশা আউটানুক বাংশা আউটানুক পত্রিকার একজন সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি হলেন সিনিয়র রিপোর্টার মোক্তাদির রশীদ রোমিও। রাইজিং বিডি

রাইজিং বিভির স্টাফ রিপোর্টার (মাণ্টিমিভিয়া) সকাত্ত বিশ্বাস গুরুতর আহত

্ ণন; ডিবিসি

ডিবিসি টেলিভিশনের ১০ জন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র রিপোর্টার মাসুদুর রহমান, জাকারিয়া আহমেদ ও মোন্তফা মাহবুব,

বলোশ লাগধর রিপোটার মাপুরর রবিমান জানাররা আবনেশ ও মোজ্ঞান মাবরর, কর্মান্ট রিপোটার অর্কুল ইসন্সাম মোহন ও মোহাইমান্সল বান অপু, নোমেরাপারেসন আলী ইমাম, কাজী জাহিদ আহমেদ, মর্ছজা নাসির, মাহমুদ আলী বারুল ও মোহামাদ রিষ্কুল ইসলাম। এর মধ্যে একজল পুলিপের গুলিতে গুলিকিছ হন।
সিনিরর রিপোটার মাসুদ্রর রহমান বন্দোন, ১৯ জুলাই পদ্টন এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করার সময় তার পারীরে বেশ করেকটি স্থরা গুলি লাগে। একমণ্ড তার মাথা ও কপালে দৃটি জার যে পেছে। তিনি বলেন, কইমান সময়ে পুলিশ, লিট্টা কমী কিহবা আন্দোলনকারী সবাই গাংবাদিকবনের শুক্ত ভাবে। আসলে সাংবাদিকরা তো

স্যানেশ আই টেলিভিশনের দই সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র স্টাফ করেসপভেন্ট সাকের আদনান ও স্টাফ করেসপভেন্ট শহিদুল্লাহ রাজু। নাগরিক টেলিভিশন

নাগারক টোলভিশনের স্টাফ রিপোর্টার ফজলে রান্ধি ও ভিডিও এডিটর রাজু হানিফ বামলার টোলভিশনের স্টাফ রিপোর্টার ফজলে রান্ধি ও ভিডিও এডিটর রাজু হানিফ বামলার আহত হয়েছেন। নাগরিক টোলিভিশনের চিইও দীপ আজান বলেন, কোটা আন্দোলনে দুর্বৃত্তনের বামলার অনেকে আহত হয়েছে। আমানের টোলিভিশনের একটি গাড়ি পুডিয়ে লেখায়া হয়েছে এবং একটি গাড়ি ভাঙ্চার করা হয়েছে।

বাংলাভিন্দ বাংলাভিন্দ টেলিভিশনের তিন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন স্টাফ রিপোর্টার মাহুন আপুদ্রাহ ও ফরন্নথ বাবু ও ক্যামেরাপারসন লিটন খান। এছাড়া একটি গাড়ি, ক্যামেরা ও বুম তেঙে ফেলা হয়েছে। এখন টেলিভিন

এখন টিভির দই জন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী হামলার শিকার হয়েছেন। তারা হলেন রিপোর্টার মাজহার ইমন ও ক্যামেরাপারসন তানিম আহমেদ

অনাচাভ এনটিভির ৮ জন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তারা হলেন স্টাফ

এনাঢাওর ৮ জন সাংবাদানত ও সংবাদক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সভাক করেসপতেউ ছানায়েন আশ হারিব, কাইকেলানা মহামুন, নাজিবুর রহমান, মেজবাহে হাসান ও শক্তি মাহমুন, নিনিয়র কামেরাপারসন সামিরর হোসেন মার্শাল, কামেরাপারকান আশগীর হোসেন ও হেলাল আহমেদ সজীব। এনটিভির চিক অব করেসপভেন্ট সকিক শাহীন বলেন, পেশাগত দারিত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের বেশ করেকজন সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে দুইছাল ওক্তর আহত হয়েছেন। তারা এখনত কিকসাধীন রয়েছে। এছাড়াও আমাদের করেকটি ক্যামেরা ও গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।

রৈশাখী নৌলিভিশনের ভিত্ন সাংবাদিক ও সংবাদক্ষমী আহত হয়েছেন। ভারা হলেন রিপোর্টার সাজ্জাদুর রহমান, ক্যামেরাপারসন মাহফুজুর রহমান ও গাড়িচা

মো, সজন মিয়া। এছাডাও টেলিভিশনটির একটি গাড়ি পোডানো ও দটি গাড়ি

<। ।।।।। নাদিয়া শারমিন বলেন হামলা-মামলা বা গুলি করে সাংবাদিকতা বা গণমাধ্যে বন্ধ রা যায় না

এশিয়ান টিজি

আশ্বাদা 101**ত** এপিয়ান টেলিভিশনের ৭ সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন চিফ রিপোর্টার হালিমা আজার লাবণা ও বাতেন বিশ্বব , স্টাফ রিপোর্টার নূর মোহাম্মদ ভূইয়া ও এনাম মতল, চিফ জ্যামেরাপারসন শহিলুল হক জীবন, সিনিয়র ক্যামেরাপারসন লতিফ চৌধুরী ও ক্যামেরাপারসন আদিব হোসেন। এর মধ্যে তিল জন গুরুত্তর আহত হয়েছেন।

এছাডাও টেলিভিশনটির একটি গাড়ি পোডানো ও দটি গাড়ি ভাঙচর করা হয়েছে।

এছাঙাও চেলাভশাতৰ অগত শাড় শাড়লে ত নুত শাড় শাড় শাড়লে। এটি আৰু আটি বা বাংলা টেলিভিশনের ভিন্ন জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজনের হররা জলি লোগেছে। তিনি হলেন সিনিরর রিপোর্টার তরিবুল্লন ইনলাম। আহতরা হলেন স্টাফ রিপোর্টার সুশ্বিষ্ঠনুর রহমান ও ক্যামেরাকার্যন শ্বিষ্টর রহমান প্রবান। এছাড়াও টেলিভিশনটির তিনটি গাড়ি ভাঙ্কার করা হয়েছে।

।শঙ্গরংষ নিউজ২৪ টেলিভিশনের ১২ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ছয় জন পুলিশের ছররা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তারা হলেন, স্টাফ রিপোর্টার মাসুদ সুমন (তার চোখে অক্সোপচার করা হয়েছে), ক্যামেরাপরিসন মোফাজ্ঞাল হোসেন বাবলু, সাভার প্রতিনিধি নাজমূল হোসেন ও তার ক্যামেরাপারসন এমদাত, রংপুর প্রতিনিধি নাজার আত্মান শাল্ডান্থ বেটেশে ত জার জ্যানোরাশারণৰ এনদাত, রংগুর আত্মান মান্ন ও তার কামেরাপারসন ডেমি। এছাড়াত হামালা শিকার রয়েছেন সিনিয়র রিপোর্টার নাঈম আল জীকু, স্টাফ রিপোর্টার মাসুদা লাবণী ও জুবারের সানি এবং ক্যামেরাপারসন আরঞ্জিন হোসেন, মো. মুরাদ ও আবনুস সালাম রিপন।

মোহনা টিভি মোধনা ।।।৩৩ মোহনা টেলিউপানে তিন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। এর মধ্যে পুলিপের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সিনিয়র রিপোর্টার কাজী ইনসাহ বিন দিদার ও হুমায়ুন কবীর। এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন সিনিয়র ক্যামেরাপারসন কবীর হোসেন খান।

দেশ টেলিভিশনের দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন স্টাফ

রিপোর্টার জান্নাতুল মোহনা ও ক্যামেরাপারসন আব্দুল খালেক এসএ টিভি

এসএ টেলিভিশনের পাঁচ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন, স্টাফ এবাথ চেলাওলানের পাচ জান সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তায় খলেন, সচক রিপোটার কাষ্ট্রর হামিদ (সোহান খান), রিপোটার ইসমাইল হোসেন ও রিফাত আলম শিশির এবং ক্যামেরাপারসন মো. হারুন ও ইরাহিম খলিল। এর মধ্যে সোহান খানু ১৮ জুলাই বাড্ডা এলাকুয়ে গুরুতর আহত হন, তার বাম হাত ডেঙে গেছে। তিনি বলেন, আন্দোলনকারীরা সাংবাদিকদের সরকারের দালাল বলে গণপিটুনি দেওয়া শুরু করে।

একুশে টিভি

একুশে টোলিভিশনের তিন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তারা হলেন স্টাফ রিপোটার মাহমুদ হাসান, ক্যামেরাপারসন ওয়াসিম খান ও গাড়িচালক সোহেল। এছাড়াও টোলিভিশনটির একটি গাড়ি ও একটি ক্যামেরা পুড়িয়ে দেওয়া

क्रिल्य श्री है जिस्से अधिकार के स्टेसिसिस है

হাওপেনেওে ।।৩০ টোপাওশন ইভিপেনেডেট টিলভিশনের ১০ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সি-নয়র রিপোটার শাহরিয়ার অনির্বান, ইজান্তুর রহমান, নাজমুল সাঈদ, আল আমিন হুক অহন ও নূর-এ-আলুম, স্টাফ রিপোটার খালেদ রায়হান, মো. ওমর ফারুখ, ইকরামূল হক, আল আমিন হোসেন ও মাহমুদুল হাসান (পারভেজ)। এর মধ্যে চার জন সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন।

মারটিভির ছয় জন সাংবাদিক-কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ইকবাৰ মনিক ও তাইমুন ইসলাম রায়হান যাত্রাবাড়ী এলাকায় সংঘর্ষে আহত হয়েছেন আদক ও তাওঁ মুন স্কেনার রারখন থাঝার এলাকার সংখ্যের আহত হয়েকে এতাছাও হিমান বাচিত অলাকার দিন্ত চন্দ্র পাল ও কার্যারে গারুসন স্বপন দেওয়ান। এজাড়াও উত্তরা এলাকার টক্ষী প্রতিনিধি তারেকে যেনেনা আহত হয়েছেন। আর মোহাম্মদপুর এলাকার ওলিবিদ্ধ হয়েছেন এমিসআর এর্জিকউটিভ শাওন শরিফ। আয়াবীনমেন্ট ডেক্স ইনচার্জ রুক্তল আমিন তুলিন এসব তথ্য জানান। কোটা সংক্ষার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সহিংসতার টেলিভিশন চানেল দুটির গাড়ি

ভাঙচর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

যমনা টিভি

বর্ণা তাত যমনা টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার ভান্ধর ভাদডী, ক্যামেরাপারসন মিজানর ্ও বঙড়া ব্যুরো চিফ মেহেরুল সূজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে রিপোটার জন গুরুতর আহত হন। এছাড়াও যমুনা টিভির ছয়টি গাড়ি ভাঙচুর করা

সময় টিভি

সময় টোলি কর্মান কর্ম

মান্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম

আভজাতিক সংখাদমাখ্যম বিদেশি সংবাদমাধ্যমে কর্মবত তিন জন বাংলাদেশ প্রতিনিধি আহত হয়েছেন। এব াবদোশ সংবাদনাব্যান ক্ষরতা তব জন বাংগাদেশ আতানাব আহত হয়েছেন। আর মধ্যে দুই জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তারা হলেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বেনার নিউজ-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি জীবন আহমেদ ও শরিফ সিয়াম ইয়ন। এছাড়াও জার্মানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেলে পত্রিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি হারুল উর

রশিদ স্বপন আহত হয়েছেন। ঢাকার বাইরে: নারায়ণগঞ্জ

ঢাকার বাইরে; নারাফণাঞ্চ নারাফণাঞ্চে ছঃ সাংবাদিক ওক্তর আহত হয়েছেন। পুলিদের গুলিতে জাগো নিউরের জেলা প্রতিনিধি মোর্বাদ্বির প্রাবণ গুলিকে হন। এছাড়া আহত হয়েছেন দেনিক সোজসাপটা পত্রিকার ফাঁফ রিপোর্টার সোনালী আভার, দৈনিক সচেতন পত্রিকার অনুশাইন বুড়া সম্পাদক ফার্যুমিদা এমি ও ইটাফ রিপোর্টার নিশি আভার, দিনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকার জেলা ফটোসাংবাদিক মো. সর্জ মিয়া এবং একুশে টেলিভিশনের ক্যামেরাপারসন রবিউল ইসলাম।

শাভার সাভারে চার সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে ছানীয় পত্রিকা পাক্ষিক নিউন্ত গার্ডেনের সম্পাদক গুরুর ফারুক গুলিপিছ হন। এছাড়াও পুলিপের বরুরা গুলিতে এনটিভির সিনিয়র রিপোর্টার জাহিনুর রহমান ও ক্যামেরাপারসন জাহেদ আনসারি এবং নিউজ২৪-এর সাভার প্রতিনিধি ও ক্যামেরাপারসন এমদাদ

জনাগন্ধ ব্যৱহেশ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জুন ক্যাম্পাস প্রতিনিধি গুরুত্র আহত হয়েছেন। জাহাসার-পার বেশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন ক্যাম্পাস ব্রাতানাথ জবণ্ডর আহত হয়েছেন।
তারা হলেন অথম আলোর রতিনিদি মাহন, 'যালারের রতিনিদি মামানেকুর রহমান, ববিচর বার্তার প্রতিনিদি মেকেটী মায়ন, সেনিফ বাংলার প্রতিনিদি আযুব রহমান খান সাজিল, বাংলা ট্রিকটন প্রতিনিদি অথ এম তাঙাইদি, দৈনিক জনকটের প্রতিনিধি জ্যাজহাকুল ইম্পাম, রাংলাদেল টুডে'র প্রতিনিধি জোবায়ের আহমেদ, সময়ের আলোর প্রতিনিধি মূশক্ষিকুর রিজভ্যান, সাউথ এনিটা টাইমনের প্রতিনিধি সাক্ষিব আহমেদ।

টাইমনের প্রতিনিধি সাধিব আহমেদ।
কোটা আমেদানকে কেন্দ্র করে ভাত্রনীগ-1্বকীগ ও পুলিশের সঙ্গে
আমোলনকারীদের সংঘর্বে শিক্ষাবী, পুলিশ, সাংবাদিক ও শিক্তসহ ২১০ জন
মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধামে প্রকাশ করা হয়েছে। মৃত্যুর এই
কোব কিছু হাসপাতলা, বরুদ্ধে কোম আগা বাভি ও স্বজনদের সূত্র লাওয়া। সব
হাসপাতালের চিত্র পাওয়া যায়দি। তবে ববিবার (২৮ জুলাই) সরাষ্ট্র অঞ্জালর
কোবে সঙ্গে জন নিহত্তের তথা নিবিচ্চত করেছে। একসবের নিন (১৯ জুলাই) মঞ্জালর
পরিয়েলে ১৫০ জনের তালিকা দেন স্বান্তী, মঞ্জালয়। সেনিন মঞ্জী পরিয়দে ১৫০ জনের তালিকা দেন স্বান্তী, মঞ্জালয়। সেনিন মঞ্জী পরিয়দের ১৫০ জনের তালিকা দেন স্বান্তী, মঞ্জালয়। সেনিন মঞ্জী পরিয়দের ১৮ করের শোক প্রস্তাব করা হয়। সে অনুযায়ী ৩০ রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়েছে। তবে আন্দোলনকারীরা রাষ্ট্রীয় শোক প্রত্যাখান করে "লাল ব্যাজ" ধারন কর্মসূচি পালন

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৬ জুলাই ৬ জন, ১৮ জুলাই ৪২ জন, ১৯ জুলাই ৮৫ জন, ২০ জুপাই ৩৮ জন, ২১ জুপাই ২১ জন, ২২ জুপাই ৫ জন, ২০ জুপাই ৩ জন, ২৪ জুপাই ৩ জন, ২৫ জুপাই ৫ জন ও ২৬ জুপাই ১ ও ২৭ জুপাই ১ জনের মৃত্যু তেহেছ। উল্লেখ, গত নোমবার থেকে আজ পর্যন্ত সব মৃত্যু চিকিৎসাধীন অবস্থায় হয়েছে।



নিয়মিত যে ব্যায়াম করলে সুস্থ থাকবেন হার্টের রোগীরা



উঠলে বের হতে পারেন। বিকেলে হাঁটলে চেষ্টা করুন আলোকিত ও পরিচিত রাল্পায় হাঁটতে। যে গতিতে হাঁটলে আলোকত ও পারাচত রাজ্যা বাঢেতে। যে লাভতে বাঢেক দীতকলে অন্ত যাম হয়, শুমেনে হাব ও নাড়ির গতি বাড়ে, একটু হাঁপিয়ে যান সেই গতিতে হাঁটুন। যদি বুব হাঁপিয়ে যান, বেশি ঘাম হয়, সারাদিন ক্লান্তবতনা লাগে, বুঝবেন বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাহেছে। তখনই ব্যায়াম কমাতে হবে। আলাদা করে হাঁটার সময় না পেলে অফিস বা বাজার্হাট সোরে ফেবার সময় আধ্যক্ষটার মতে। লখে হুটো আসতে পারেন। ইটুতে সমস্যা না থাকলে লিফ্ংটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করুন। কাছাকাছি কোথাও যেতে হলে হেঁটে বা সাইকেলে যান। ঘরে নিজের কাজ নিজে করতে পারলে ভালো? মাঝেমধ্যে ঘরুবাড়ি বা গাড়ি ধোয়ামোছা করতে পারেন? নির্মেত বায়াম করার অভ্যাস থাকলে দিনে ২০৩০ মিনিট জগিং করতে পারেন? দৌড়ানো, সাইক্লিং, সাঁতার, ট্রেডমিল

খাছ্য ডেফ দিন দিন হদরোগীর সংখ্যা বাড়ছে। জীবন পদ্ধতির পরিবর্তন_, খাদ্যাভ্যাসে বদল ও কায়িক শ্রমের অভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবর্ণতা বাড়ছে। সময়মতো সচেতন না হলে যেকোনো সময় হার্ট আটোক হতে পারে। আর হৃদরোগ মানেই সামান্য পরিশ্রমেও বিপদের ভয়। আর হাত ধরে কোনো বপানো নামে নামান সামান ও পান্য জড়া পান্য বড় আ আন আন কিছাপা বায়ামা করা বাবে না, এমন করেই ভাবেন অধিকাংশ মানুষ। কিছু চিকিৎসাবিজ্ঞান ৰুলছে, বিষয়টা মোটেও এমন নয় বঙং নিয়ন্ত্রিত বায়ামাই হুদরোগে সুস্থাকার চাবিকাটা তবে তা একেবারেই তাড়াহড়ো করে শরীরকে জোর করে মানিয়ে নয়। বরং কী তাবে বায়ামা করছেল আর কী কী বায়ামাম করছেন তার ওপারেই নির্ভর করবে আপনি হুদরোগের সঙ্গে কত সক্রিয় ভাবে লড়তে পারবেন।

জানেন কি, কেমন হবে হৃদরোগীর ব্যায়ামের নিয়ম?

দত্ত

বিদ্যোগ বিশেষজ্ঞ গুদ্র বন্দোপাধ্যায়ের মতে, "হঠাং করে কিছু করকেন না। ধীরেসুদ্রে এগোন, বিশেষ করে রায়ায়েরে অভ্যাস যদি না থাকে, বয়স বেশি হয় এবং হাইপ্রেশার বা হাঁটুকোমর বাথা থাকে ভা হলে আরও বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বরং বিশেষজ্ঞের কাছে জেনে নিন কোন ধরনের ব্যায়াম আপনার শরীরে এঅকান্তই প্রয়োজন।

ব্যায়াম করলে মূল করোনারি ধমনীগুলোর পাশাপাশি বেশ কিছু ধমনী থাকে স্কার্যান পথ্যের পুর্বা প্রথমোগ্র বানাগ্রাপ্র স্থানাগ্রাপ্র করা নার্ছ ব্যানাগ্রিকে থারা সর্বাচর তেমন কাজ করে নাঃ নিরমিত ব্যায়াম করলে আন্তে আন্তে এরা সঞ্জীব হয়।রক্ত সঞ্চালন শুরু হয় এদের মধ্যে দিয়ে। যত তা বাড়ে, তত তরতাজা হয় হার্ট। ধকল সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ে।

ফ্রন্যমো ঠেকাতে
ক্রমণ এ ফুসকুসকে ভালো রাখতে দরকার কিছু কার্ডিও এক্সারসাইজ। অর্থাৎ
হাঁটা, নৌড়ানো, সাইকেল চালানো, সাঁতার, কেলাগুলা ইত্যাদি। অ্যাবসে
থাকার অভাসে থাকলে তা আগে তাগা করন্দ। বরং হাঁটতে পারলে
বায়ামের প্রাথমিক ভাগটা ভক্ত করন্দ হাঁটা দিয়ে। এখনে মীরে, কার অভাসে যায়ামের প্রাথমিক ভাগটা ভক্ত করন্দ হাঁটা দিয়ে। এখনে মীরে, কার অভাসে হয়ে গেলে মাঝারি গতিতে। দিনে অন্তত্ আধ্যণটা হাঁটুন। শরীর

তৈরি না থাকলে প্রথম দিকে মিনিট পনেরো ইাটলেও চলবে। সম্ভব হলে দিনে দুখার হাঁটুন। হাঁটার জন্য কিছু নিয়ম মানুন। একই গতিতে একটনা হাঁটুন। সকলের দিকে ফাকা রাল্লয় ইাটতে পারলে ভালো। সকালে সুময় না পেলে বিকেলে বা সম্বেয় হাঁটুন। শীতের ভোরের কয়াশা ও ধলোধোঁয়ার মিশ্রণ খান্তার জন্য ভালো নয়। কাজেই একট রোদ

স্ট্রেটিং, যোগা, মেডিটেশন করতে পারেন। এতে যে শুধু মানসিক উদ্বেপ কমে ও শরীরের নমনীয়তা বাড়ে এমন নয়, হনবোগের প্রকোপও কম থাকে। এর বাইরে কোনও ব্যায়াম করতে চাইলে কার্ডিগেঞ্জিস্টের পরামর্শ মতো ট্রেডমিল টেস্ট করে নিন ও তার পরামর্শ মেনে চলুন।

আ্যাভিপ্রাশিষ, বাইপাস বা হার্ট অ্যাটনের পরের সাবধানতা আ্যাভিপ্রাশিষ, বাইপাস বা হার্য অ্যাটনের পরের অন্য ব্যায়াম, তারী জিনিস চোলা বা ঠেলা বারণ। ইটাটালা করতে পারেন। আ্যাভিপ্রাশিষ্ট করে কর পরে পুলে দিলে ও হার্ট কিঠাক লাম্প করের বারম ও কিটনেস অনুযায়ী যা যা ব্যায়াম করা যায়, সব করতে পারেন। তবে ভাভারের মতামত নিয়েম বাইপাস সাজারির পর একতেশ, মাস ভাভারের পরার্মশ মতা বার্যায়াম করন। যোমন, ঘরে হালকা পায়চারি করা, বাড়ির সামনে অস্ত্র ইটা, একতলা সিড়ি তঠানামা করা, বাইরে একটুআর্যাই রের হুবায়া; এভাবে একতে প্রতির ভাঠটা সময় আবার্য বার্যার বার্যার নির্দ্ধিয়াক কর্মকর করতে পারবেল হুটাটা, আক তলা তিয়া সামান করা, বাছরের একট্য সামার আবার্যার করা করিব করাতে পারবেল হুটাটা, আক তলা তিয়া সামান বার্যার বার্যার করা করের করার পর বার্যার প্রত্যান্তর করার করার পর যার? হাঁট আটাতের পর মাস খানেক গ্রেডেড এক্সারসাইজ করার পর ব্যামানের অনুমতি দেওয়া হয়। ট্রেডমিল টেস্ট করে অবস্থা যাচাই করে দিদ্ধান্ত নেন ডাক্টার। তবে হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা কমে গেলে কিছু বিধিনিষেধ থাকে।

থাত ।ওলোভাবে সাম্প কৰতে না পাৱলে কা কৰলেন। বাংসংগ্ৰেক্ত ওলুবাংশাল বাককা যোগা, ক্ৰেটিছ ও পালের বাহাম করতে পাবলেন। তার পুর সাবধালে। ভারী জিনিস তোলা, ঠেলা বা পরিপ্রমের কাজ করবেন না। সকালে বা বিকেলে বাঁটুন। রক্ত সঞ্চলল বেছে হার্টের সমস্যা কমতে কক করবে। হা<u>ই জ্যাটিক হলে</u>। রোগীনের প্রথমে কইয়ে দিতে হবে। এবপর জিবরার নিচে একটি এটাসর্গিরিন ট্যাবলেট রাখতে হবে। থদি পাওয়া যায় তবে

এ্যাসপিরিনের পাশাপাশি একটি সরবিট্রেট ট্যাবলেট রাখতে হবে। এরপর দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা প্রথম এক ঘণ্টার মধেটে হার্টের মাংসপেশির সরচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়।

ইসনিমিক হসরোগের সাবধানতা কত দূর হাঁটলে বুকে বাথা হয় না, তা বুঝে ততটুকু হাঁটুন। বিশ্রাম নিন? আবার হাঁটুন। আবার বিশ্রাম নিন। কিছুদিন পর হার্ট আগের চেরে বেশি কংলা নিতে পারার গাতির বাগানারেও এক নিমা। যে গতিতে হাঁটলে কট হয় না, সেই গতিতে হাঁটুন। সমারের সম্পে গতি বাড়ুবে। ক'ধাপ সিড়ি ভঠার পর বুকে চাপা ধরে তা বুঝে উঠুন ধীরেসুছে। বিশেষজ্ঞর তত্ত্ববিধানে বুটিক আগে ক্রিমিটার ক্রম্বার্টিক বিশ্বার বিশ্বার্টিক বিশ্বার

পোড়া জায়গায় যে কারণে বরফ বা পেস্ট লাগানো উচিত না

বারা করতে গিয়ে গরম কড়াইয়ে ছাঁকা খেয়ে বা তেল ছিটকে এসে হাত পুড়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। তাড়াহুড়োয় জামাকাপড় ইন্ধি করার সময়ও ছাঁকা লাগে। সেই সময় জ্বালা কমাতে অনেকেই ঘরোয়া টোটকা হিসেবে ক্ষতন্তানে বরফ বা পেস্ট ব্যাবহার করেন। কারণ, অনেকে মনে করেন এই পোডা ক্ষতের ওপর কোনো ঠাভা জিনিস মনে প্রদার্থ হৈ নাড়া মন্তর্জ ওবর ফোনো গাড়া ভালা-প্রয়োগ করলে হয়তো মেচজা পড়বে না, পাশাপাশি জ্বালা-যন্ত্রণা থেকেও দ্রুত মুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু এ কাজ করা কি আদৌও ঠিক কি না , জেনে নিন চিকিৎসকের মতামূতে বে আনোর চিম্ম শা, জেনে দানা চাল্ডব্যক্ষর বিজ্ঞান চিক্তিৎসকদের মতে, পুড়ে যাওয়া ক্ষতন্ত্বান ঠান্ডা করা উচিত অবশ্যই। তবে পোড়া জায়গায় বরফ বা দাঁত মাজার পেস্ট কখনওই ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে হতে পারে নানান

সমস্যা।



যায় এবং পোড়া ছানের ক্ষত দ্রুত নিরাময়ের পরিবর্তে তা ঠিক হতে বেশি সময় দেগে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে এই অবছায় প্রথমেই কী করা উচিত

ভাচত চিকিৎসকরা মতামত অনুযায়ী, পানির কল ছেড়ে তার নিচে প্রথমে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য ক্ষত যেমন হাত পুড়ে গেলে হাত রাখতে হবে। এতে সেখানে জমে থাকা ময়লা এবং ব্যাকটেরিয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে। কমবে সংক্রমণের বুঁকিও। কারণ পোড়া ছানে কোনও ভাবেই ইনফেকশন হতে দেওয়া যাবে না, যদি কোনোভাবে ক্ষততে ইনফেকশন হয়ে যায় তাহলৈ পোডা জায়গাটি দ্রুত সারবে না। অনেকেই পোড়া ক্ষততে ঘি বা তেলা বারহার করেন। এটিও ব্যবহার করা উচিত নয়। পানি ব্যবহারের পর যদি হাতের কাছে কোনও বার্ন-ক্রিম্ থাকে তাহলে তা ব্যবহার বাজে পারে। তবে অবশার মানে তাবেল । বাববার করা যেতে পারে। তবে অবশার মাধায় রাখতে হবে সেই ক্রিমটি যেন কোনও চিকিৎসক নির্ধারণ করে দেন। তবে এই ধরনের মলম না থাকলে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করতে পারেন। পাশাপাশি এরকম ঘটনার পর তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না।



লক্ষণগুলো ছোট, তবে রোগ ছোট নাও হতে পারে

ষাস্থ্য ডেক অনেক সময় কিডনির সমস্যা আগে থেকে টের পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই একটি কিডনি বিকল হলেও কাজ চলতে থাকে অন্যটি দিয়ে। কোন সাধারণ লক্ষণগুলো দেখলে কিডনির অসুখের বিষয়ে সতর্ক হবেন?

- * বার বার প্রস্রাবের বেগ আসা কিডনির অসুশের লক্ষণ হতে পারে। বিশেষত রাতে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বার মূত্রত্যাগ করতে উঠলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মূত্রের সঙ্গে রক্তপাত বা মৃত্রে অতিরিক্ত ফেনা হওয়াও কিডনি রোগের উপসর্গ।
- * শবীবের লরণ ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের ভারসামা বক্ষা করা কিডেনির কাজ। কিডেনি ালানের তার ত ক্রোজনার বাল্ড লোনের ভারলাঞ্চ রক্ষা ধরা বিভাগর কাজ। বিভাগ বিকল হতে ছক করলে শুক ধসখনে তৃক, তৃকের ঘা, চুলকানি ও হাড়ের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- পিনের কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান ক্রামান ক্রমান ক্রমান ক্রমান ক্রমান ক্রমান ক্রমান ক্রমান কর্মান ক্রান ক্রামান ক্রামান কর্মান ক্রামান ক্রামান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মা
- কিডনি সঠিক ভাবে কাজ না করলে রক্তে বিষাক্ত উপাদানগুলো বদ্ধি পেতে থাকে। ফলে
- * কিডনির সমস্যায় রক্তে সোডিয়ামের ভারসায় বিদ্রিত হয়। এর ফলে পায়ের পাতা. গোড়ালি ফুলে যায়। বার বার প্রস্রাবের কারণে শরীরে পানির ঘাটতি হয়, তাই হাঁটতে গেলে পেশিতেও মাঝেমধ্যেই টান পড়ে।



আদাপানিতে রয়েছে যেসব স্বাস্থ্য উপকারিতা

ষা**ন্ত্য ডেক** কোনও কাজে সাফল্য পেতে আদাপানি খেয়ে কাজে লেগে পড়ার উপমা খনেছেন অনেকবার। কিছু আদাপানি খেলে সন্তিয় কি হয় জানেন? এর গুণ রয়েছে অনেক। রান্না ও ওম্বুধ হিসেবে আদার শক্তিশালী একটি যান্ত্য উপকারিতা রয়েছে। যুগ যুগ ধরে এই মন্দাটি ষাষ্ঠ্যকে তালো রাখতে এবং নির্দিষ্ট কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষের কাছে অধিক পরিচিত। এই আদা অনেকভাবেই খাওয়া যায়।

কেন আদা-পানে খাবেন:
আদা-ভিটমিন দি, ভিটমিন বি ৬, পটাসিয়াম, মাগনেসিয়াম, মাঙ্গানিজ সহ প্রয়োজনীয়
পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে জিঞ্জেরল ও শোগাওলের মতো শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও
রয়েছে আদায়। এই পৃষ্টি ও যৌগভালো দলীরের জ্বালাপোড়া প্রতিরোধ, হজম ও রোগ
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাজাতে অবদান রাখে। এ ছাড়া এটি বমি বমি ভাব কমার, ইমিউন
ফাংশনকে সমর্থন করে একং ভিটজ্বিফিকেশনে সাহায্য করে। আদা পানির রয়েছে আরও
অনেক গুণাওণ, চলুন জেনে নিই।

- আদাপানি হজমে সাহায্য করে। গর্ভাবন্থায় বমি প্রতিরোধের কাজ করে।
- আদার মধ্যে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ঠান্ডা, ফ্লু প্রতিরোধে উপকারী। এটি হৃদরোগ প্রতিরোধে কাজ করে। রক্তের ক্ষতিকরাক কোলেস্টেরল কমায়।

>> আদাপানি শরীরের প্রদাহ কমায়। এছাড়া বিষয়তা, প্রদাহজনিত পেটের সমস্যা কমাতেও আদাপানি উপকারী। এমনকি সোরিয়াসিস প্রতিরোধেও কাজ করে এই

১১ এই আদাপানি তৈরিতে লাগে এক থেকে দুই ইঞ্চি আদা, এক চা চামচ লেবুর রুণ, দুই থেকে তিন কাপ পানি ও কাঁচা মধু। আদা পেস্ট করে সেটিকে পানির সঙ্গে মিশিয়ে সমস্ত উপাদান পান করলে উপকার পার্বেন।

>> ঐতিহ্যগতভাবে পিরিয়ডের অম্বন্তি দূর করতে আদাপানি ব্যবহৃত হয়। পিরিয়ডের ব্যথার তীব্রতা ও সময়কাল কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

কাঁচা আদার জল তৈরি করবেন যেভাবে

এক টকরো তাজা আদার মল নিন। অন্য ভূমনো ভাল আনার ভূমানানার করে নিন। আলা খোসা ছাড়িয়ে নিন এবং ছোট টুকরো টুকরো করে নিন। ২-৩ কাপ পানি ফুটিয়ে আদা কুটি দিয়ে দিন। এটি ৫-১০ মিনিট সিদ্ধ করুল। আদার টুকরো ছেঁকে নিন এবং এবং কিছুটা ঠাণ্ডা করে পান করুন।

এই ৫ উপসর্গ থাকলে কিডনির অসুখের বিষয়ে সতর্ক হোন



ষাছ্য ডেফ বর্তমানে কিডনি রোগী ব্যাপক বাড়ছে। এ অসুখ ধরা পড়তে অনেকটা বেশি সময় লেগে যায়। কিডনির প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ ক্ষতিয়ান্ত হওয়ার আগ পর্বন্ত এটা নিয়ে সচেতন হয় না কেউ। অনেক ক্ষেত্রেই একটি কিডনি বিকল হলেও কান্ত চলতে থাকে অন্যটি দিয়ে, ফলে ক্ষতি সম্পর্কে আগে থেকে আঁচ করা মুশকিল। অন্যান্য রোগের মতাই কিডনির অসুখেও খাওয়ালাওয়ায় অনেক রকম বিধিনিয়েধ থাকে। পানি খাওয়ার পরিমাণেও লাগাম টানতে হয় বিভাগের অসুধ হলে। ফলে কিডনিকে ভূলেও অবহেলা নয়। কোন সাধারণ লক্ষণগুলো দেখলে কিডনির অসুধের বিষয়ে সতর্ক হবেন?

- মুত্রের সমস্যা: বার বার প্রস্রাবের বেগ আসছে মানেই যে ভায়াবিটিস, এমনটা কিন্তু নয়। ক্রিডনির অসুখেরও লক্ষণ হতে পারে এটি। বিশেষত রাতে যাভাবিকের তুলনায় বেশি বার মূত্রত্যাগ করতে উঠলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মূত্রের সঙ্গে রক্তপাত বা মূত্রে অতিরিক্ত ফেনা হওয়াও কিডনি খারাপ হওয়ার উপসর্গ।
- তুকের সমস্যা: শরীরের লবণ ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের ভারসাম্য রক্ষা করা কিডনির কাজ। তুকের জেল্লা বজায় রাখতে ও হাড়ের স্বাছারক্ষায় এই উপাদানগুলোর বড় ভূমিকা থাকে। কিডনি বিকল হতে শুরু করলে শুরু খসখনে তুক, তুকের যা, চুলকানি ও
- ৩) অনিদ্রা: রাতের পর রাত জেপেই কাটাছেন? কিডনি ঠিকটাক না কাজ করলে মুত্রের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বর্জা পদার্থগুলো দেহের বাইরে বেরোতে পারে না। এটি অনিদ্রার অন্যতম কারণ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিভুনির সমস্যায় আক্রান্ত মানুষদের ঘুম না আসার সমস্যা সৃষ্ট মানুষদের তলনায় অনেক বেশি।
- ৪) ক্লাজিভাব: কিছুতেই ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না, কাজ করার নামেই গায়ে জ্বর আগছেও এই সব উপসর্গকে অবহেলা করবেন না। কাজকর্মের উলাম হারিয়ে কেলা, ভিডনি সম্প্রান্ত অন্যতম প্রধান কক্ষণ। কিভনির মূল কাজই হলো রককে পরিকল্প করা। কাজেই কিভনি সঠিক ভাবে কাজ না করলে রক্তে বিষাজ উপাদানকলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে শরীরে ক্রান্তি ভাব আসে।
- ৫) পা ফুলে যাওয়া: কিডনির সমস্যায় রক্তে সোডিয়ামের ভারসাম্য বিদ্ধিত হয়। এর ফলে পায়ের পাতা, গোড়ালি ফুলে য়য়। বার বার প্রস্রাবের কারণে শরীরে জলের ঘাটতি হয়, ভাই হাঁটতে গোলে পেশিতেও মাঝেমধ্যেই টান পড়ে।

বিনোদন

তারা নিজ নিজ জেলার উপযুক্ত ছানে দাঁড়িয়ে

আমাদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই সংহতি হোক শান্তিপর্ণ এবং

আনানের লিফার্যনের সমের এই সবেতি হয়েও লাজিনুর্য আরু গানে গানে। আমরা বাহুলা গানের সেই সব লাইন দিয়ে ব্যানার ও ফেস্টুন তৈরি করব, যা বিভিন্ন সময় আন্দোলন ও প্রতিবাদে মানুষের মুখে মুখে ছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, আমরা সবাই একসঙ্গে দাঁড়ালে শিক্ষাধীরা অনুপ্রাণিত হবে এবং শক্তি অনুভব করবে যে আমরা তাুদের পাশে আছি। এটাই আমাদের

একমাত্র উদ্দেশ্য একত্রিত হওয়ার। আমরা শিক্ষার্থীদের সব

দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করব। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মার্থে একত্র হয়ে সুরের সঙ্গে আমাদের সংহতি

বিষয়টি জানতে আরটিভি থেকে যোগাযোগ করা হলে

াবধরা। জানতে আরাচাভ থেকে যোগাযোগ করা হলে আজকের কমৃস্টি সম্পর্কে অন্যতম সংগঠক এরশাদুল হক টিংকু বলেন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সঙ্গীতশিল্পীরা প্রতিবাদে মাঠে নামবেন। তারা তাদের প্রতিবাদী গানের প্ল্যাকার্ড নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে

দাঁড়াবেন। এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'গেটআপ স্ট্যান্ডআপ'র



শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি জানাতে প্রতিবাদে মাঠে নামছেন সংগীতশিল্পীরা

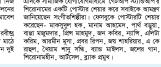
সংহতি প্রকাশ করবেন।

প্রকাশে যোগদান করুন।



শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সরব তারকারাও। তারা নিজ নিজ জায়গা থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এবার আন্দোলনের ৯ দফা দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ

ক্রমেন গংগাতা স্ক্রারা। শনিবার (৩ আগস্ট) বিকেল ৩টায় ধানমভির রবীন্দ্র সরোবরে 'গেটআপ স্ট্রান্ডআপ' শিরোনামে প্রতিবাদে মাঠে নামবেন তারা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানান দুই সংগঠক প্রবর রিপন এবং এরশাদুল হক।



'মানুষের অনেক দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আমাদের সংগীতের মাধ্যমে আমরা সমর্থন প্রদর্শন করব। যারা ঢাকার বাইরে



বিনোদন প্রতিবেদক কোটা সংক্ষার আন্দে কেন্দ্র করে হত্যার প্রতিবাদ ও নির্বিচারে শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে 'গণহত্যা ও নিপীড়নবিরোধী শিল্পী সমাজ'-এর ব্যানারে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে ধানমভির আবাহ্নী মাঠের সামন বিভি-

ন মহলের শিল্পীরা উপন্থিত হন এই সমাবেশে। সমাবেশে ন্ন মধ্যের শিক্ষার জগান্তত বন এব সমাধ্যেশ সমাধ্যেশ লিখিত বক্তরো শিল্পী সমাজের পক্ষ থয়েকে রাষ্ট্রীয় অবিচার, অনাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়। পরে সুংবাদমাধ্যুমের সঙ্গে কথা বুলার এক

বরনের দুর্নীতি হচ্ছেড়েএর বিরুদ্ধেই আসলে এই প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদে যে এতো প্রাণ ঝরবে, এটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

.....

Facebook user o MISSION SPECIAL BOX

ছাত্রলীগ সভাপতি-সম্পাদকের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ সরিয়ে দিলো মেটা

তদন্ত চিত্র ডেম্ক আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক মেন্দ্রায় গভাগাভ সাদ্ধাম হোগেল অবং সাধায়ণ সম্পাদক দেখ ওয়ালী অসিফ ইনানের ভেরিফায়োভ ফেসবুক পেজ সরিয়ে দিয়েছে ফেসবুকের ও হুয়াইসঅ্যাপের স্বত্যুধিকারী প্রতিষ্ঠান মেটা। ফেসবুকের পলিসির বিরুদ্ধে গিয়ে পেজটি

প্রতিষ্ঠান মেটা। ফেসবুকের পশিসির বিরুদ্ধে দিয়ে পেঞ্জটি পরিচালান করায় তা বন্ধ করা হয়।
সান্দামের পেঞ্চা বন্ধের বিষয়ে মেটার কাছে আবেদনকারী গভকে পাঠানো এক মেইলে বলা হয়, "Good news that the account you reported has already been taken down from our platform by our team since they do go against Facebook policies. We've removed the account you reported from Facebook."
"দিবার (৩ আপস্ট) মধ্যারতে সান্দামের ফেলবুক পেঞ্জটি আর বুঁজে পাওয়া খাছেই না। অন্যদিকে আজ সকালে ইনানের পেঞ্জটিও সরিয়ে ফেলা হয়।
জন্ম বাহে, সান্দামর বিশ্বার প্রত্নী করার একটি সাইবার এফপের

হনানের পেজাত সারয়ে ফেলা হয়। জানা যায়, 'সাইবার ৭১' নামের একটি সাইবার গ্রুপপের আবেদনে ছাত্রশীণ সভাপতির ৬ লাখ ২৯ হাজার অনুসারীর পেইজটি সরিয়ে নেয় মেটা। সাইবার ৭১ তাদের ফেসবুক পেজসূহ সাইবার ফোর্স নামে আরও একটি ফেসবুক পেজে

োভাগ বাবধার বেগা নামে আরিও অব্যাচ বেগার্থক গোঁজ বিষয়টি নিশ্চিত করা হরেছে। অন্যদিকে ইনানের ২ লাখ ৩২ হাজারেরও অধিক অনুসারীর পেজ সরিয়ে নের মেটা। Murshiddarbar Community' নামে এক পেজ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এরপর তাদের পরবর্তী লক্ষ্য সময় টেলিভিশনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ নিষ্ক্রিয় করা।



পর্দায় ঝড় তুলতে আসছেন সামান্ত্রা

বিনোদন প্রতিবেদক : দক্ষিণী ইভাস্থির জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভূ। অভিনয়গুণে নিজ গঙি পেরিয়ে মাতিয়েছেন বলিউভও। মাঝে বেশ কিন্তুদিন ব্যক্তিজীবন আর শারীরিক অনুস্থতা নিয়ে আলোচনায় ছিলেন তিনি। নাত্রক্রতে শানতি লাহিব লাশিক প্রক্রিয়ার ক্রিয়ার নার্ক্রিয়ার নার্ক্রিয়ার ক্রিয়ার ক্রিয়

খবরের বাকি অংশ

মসজিদে আশ্রয় নিয়েও

(প্রথম পাতার পর) ভাগ্নে আরিফুল ও তার ভগ্নিপতি আমিনকে মারপিট করেন রতন। এর জের ধরেই রতনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় বলে দাবি করেছেন নিহতের মা শিরানা বেওয়া ও

বেনান সমূদ্র বিশেষসাথ বাজনার। নিয়তের মা ও বোন জানান, আরিছুল রতনের ভাগ্নে। আর আমিন আরিয়ুলের বন্ধু এবং তরিপতি। রতন ছার বাহর আগে বিয়ে করে। তিন বছর আগে থেকে আরিয়ুল রতনের স্ত্রীকে বিভিন্ন সময় উত্যক্ত করে আসন্থিল। কিছুদিন আগে আরিয়ুল রতনের ন্ত্রীকে জোর করে ধর্ষণ করে তারা। এরপর ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সময় তাকে ধর্ষণ

রতনের স্ত্রী জানান, গত মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে একটি ১০০ টাকার নোট রতনের খ্রী জালান, গত মঞ্চলবার রাত ৮টার দিকে একটি ১০০ টাকার নোট জালালা দিয়ে তার ধরে পড়ে । তিটে চিকা হাতে নিয়ে জালালা দিয়ে ক্ষেপে আরিফ্লা ও আমিন দাঁড়িয়ে আছে। তারা ঘরে প্রবেশ করতে চার। এমন সময় রতন বাড়িতে আসলে আরিফ্লা ও আমিন পালিয়ে যায়। পরে রাতে রতনকে তার জী পূর্বের ঘটনাসহ কিন্তার জানা। গলিবান পূর্বের আরিফ্লা ও আমিন গ্রামের রাষ্ট্রয় বিস্কালি করে। বা সময় রতন পেছল। থেকে গিয়ে লাটি দিয়ে দুজনকেই মারপিট করে। আরিফ্লা বিষয়টি থানা পুলিশকে জালালে বিকেলে পুলিশ ঘটনাঞ্ছল যায়। উভয় পদ্মের বঙ্কার বেদ ধর্ষণের বিষয়ের রতনকে আদলাক মান্সা কিন্তার প্রামাণ ক্ষেপ্র ক্রিকালি করে। বিশ্বর ক্রামাণ ক্রের ক্রামাণ ক্রিয়া ক্রামাণ ক্রামাণ ক্রামাণ ক্রিয়া সম্বেদ প্রামাণ ক্রামাণ করেন। ধর্ষণ মামলা দায়ের করার জন্য রোববার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেন তার

নিহতের স্ত্রী বলেন, আরিফুল ও আমিন রুধবার দুপুরের পর থেকে রতনকে হুমকি দিয়ে আস্চিল। গুক্তবার ভোবে বতন গোদারপাঁড়া বাজাবে মাংসেব দোকানে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। এরপরই তারা রতনকে ধাওয়া করে মসজিদের বাতরার করে । ভেতর কুপিয়ে হত্যা করে। এরুলিয়া বড় জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন কুরী মোহাম্মদ আসলাম হোসেন বলেন

হাসপাতালে নিয়ে যায়।

যাটনাস্থ্য পরিদর্শন করে বগুড়া সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রহিম বলেন, নিহত রতনের ট্রীকে ইতোপূর্বে ধর্ষণ করার ঘটনার জের ধরেই খুনের ঘটনা घटाँराङ वाल निर्दराज्य পविवास्त्रय সদস্যবো জানিযোছেন। घाँगाय भेव शास्त्र ব্যবহ্ন বিদ্যালয় কর্মান হাজুর সামার আবিষ্কৃত্ব, বিশ্বনার বিশ্বন আরিষ্কৃত্ব, আমিন ছাড়াও আরও একজন পলাতক রয়েছেন। তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ কাজ করছে। নিহত রতনের লাশ মর্গে রয়েছে।

জনস্বাস্থ্যের প্রধান প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে (প্রথম পাতার পর)

অভিযোগসূত্রে জানা যায়, তুষার মোহন সাধু খা রাজধানীর পাদমাটিয়ায় তার ছোট রোনের বাদায় ঘূরের টাকা রাখতেন। পরে ঠিকাদর দিশীপ বারুর মাধ্যমে ছত্তি করে বই টাকা ইন্ডিয়া একং আমেরিকায় বসবাস করা তার ছোট ভাই ও কদাভায় বসবাস্বত তার মেরের কাছে পাঠাতেন। ঘূরের টাকার বেশিরভাগ তার ছোট বাদ ও ভাইরের কাহতে পাঁচান বলেও উল্লেখ করা হবা এ অভিযোগো ছোট উন্নিপতি মারা যাথবার আগে তিনিই হুভি বাংসারির কাছে যুবের টাকা গৌছে দিতেন। ইন্ডিয়া, আমেরিকা, কানাভা, খেন্দ্রিলা, দুবাই ও প্রীলক্ষা তার নামে বেনামে গাড়ি-বাড়ি ও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে বলেও অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে। নাজু-নাজু ও শাস্ত্রের অংশনা আত্যান সমেন্ত্রের আক্রালনিক আন্তরারের সেন্তেরের সম্মন্ত্র বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সবররাহ গুরুত্তরে প্রক্লালনিক আনোয়ার হেগেছের মাধ্যমে আগে ঘুরের টাকা লেনদেন করলেও পরে সরাসরি নিজেই বিশ্বন্ত ঠিকাদার ও বিভিন্ন জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে ঘুষের টাকা লেনদেন করেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

নিরম অনুযায়ী নিজ মন্ত্রণালয় হয়ে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে নিরাপন পানি সরবরাহ প্রকল্প রিভাইসভ হওয়ার কথা থাকলেও বিধি লজাণ করে এবং নিয়মের বাইরে ব্যত্যুয় ঘূটিয়ে আগের আইটেমের সঙ্গে নতুন আইটেম অন্য লগনের বাধনে বাতার খাতার আবারে আবারেন আবারেনর সঙ্গে লতুল আবারেন।
কালালের কালালির কালালির

ডিপিপিতে যে উপজেলায় পূর্বের প্রকল্পের বেশি কাজ হয়েছে এবং অন্য প্রজেক্ট চলমান আছে সেই উপজেলায় কম বরান্দ দেয়া হরেছে। যে উপজেলায় পূর্বের প্রকল্পে কম কান্ত হরেছে এবং অন্য প্রজেবির চলমান কোনো কান্ত নাই সেই উপজেলায় বেদি বান্দ দেয়া হরেছে। এনিড়া, ভালগোর অনুপাতিক হার হিসেবে ডিপিপির রিভাইজভ ছাড়াই কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে দেশের সূব ইউনিয়নে সমভাবে বন্টন করা হয়েছে। যেখানে অতীব জরুরি সেখানে বরাদ্দ না দিয়ে যেখানে

গনভাগে বহুগালা ক্রিয়ার বিষয়ের বিষয়ার প্রস্তাহে। প্রয়োজন নেই সেখানে টিউবওরাল বরান্দ সেয়া হরেছে। ভিপিপি অনুযায়ী প্রতি ৬০ জনে ১টি টিউবওরেল ছাপন হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পের কোনো কোনো জায়গায় ২০ জুনে একটি করে টিউবওরেল পেরেছে। আবার কোনো কোনো জায়গায় একটিও নেই। ফলে অবহেলিত এলাক আবার কোনো জেনো প্রসার ব্যক্তিও সেই। কলে বর্ত্তর কর্মান করে করিবলৈ জ্বাপন করা অবহেলিতই রয়ে গেছে। এ ইপারে সারাদেশে যার ৬ লাখ টিউবওরেল স্থাপন করা হলেও জনগণ সার্বিকভাবে উপকৃত হবে না। ৬ লাখ টেভার আহ্বান শেষ করা হয়েছে। গ্রুকন্তু পরিচালক নিজে লাভবান হওয়ার উদ্দেশে সম্ভাবে টেভার আহ্বান ব্যৱহা হ্ৰপ্তিস্ক । নাগালেক লিকে লাভাল কৰাৰ কৰাৰ কৰেছে। ছিলিকৈত কোনো পাকেজ উল্লেখ ছিল তা ভাষালোঁ কৰা হয়েছে। এক মনগড়াভাবে কৰা হয়েছে। ভিলিপির সাথে সংখ্যা ও প্যাকেজের কোনো মিল নাই। ১০ শতাংশু লেস কাজের সিএসও মাসের পর মাস পড়ে থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জেলার বিভিন্ন মাঠ পর্যায়ের টেভার প্রক্রিয়া যাচাই করে এর সত্যতা পাওয়া যায় ভেশার নাভার মার্ট নাভারে তেরা এটার স্বাটার স্করে অস সভারতার স্থানির বিরুদ্ধি পরিচালক নিজে আর্থিকভাবে লাভবান হত্ত্যার উদ্দেশে এসব অনিয়ম করা হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে ফিভে সময়মত কাজও বান্তবায়ন হয়নি। পানির কোয়ালিটি নিয়ে পিডিসহ কর্মকর্তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই।

এছাড়াও টিউবওয়েলে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন থাকার পরও ঠিকাদারদের বিশ্ব নিয়া হয়েছে। যেখানে ওয়াটার কোয়ালিটি খারাপ সেখানে ১০ লাখ ৬০ হাজার টাকা মূল্যের ভেসেল টাইপ প্রেসার ফিল্টার ধরা আছে ডিপিপিতে। কিন্তু পিডি তার পর্ব পরিচিত ও নিজম্ব কোম্পানির নিম্মানের ১৮ হাজার টাকার 'আরও ফিল্টার' ওই ূথ শালাগত ও লাখাৰ দেশশালমা দম্মনালের ১৮ অধার চাণার আরব দশ্যার ওছিল। সমস্ক খারাপ ওয়াটার কোয়ালিটার কাষাগায় স্থানন করা হয়েছে লোভ অভিযোগে উল্লেখ ররেছে। ডিপিপিতে পাইপ অ্যাটার সাপ্রাই ৪৯১টি উপজেলায় ছিল। বেশিরভাগ জেলায় কোনো অহুগতি নাই। শুধু টেভার আহ্বান করা হলেও নির্দিষ্ট

রয়েছে তুরার মোহন সাধু খাঁর বিরুদ্ধে। প্রকল্প পরিচালনার অন্যতম নিয়ামক হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত সংখ্যক পিআইসি ও পিএসসি সভা না করা , মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ না দেয়ার মতো দর্বলতা ও ক্রটি রয়েছে বলেও উলেখ করা হয় এই অভিযোগে।

সেয়ার মতো দূৰণাতা ও আগ্ন ররোহে বলেও গুল্পের করা হয় এই আত্যোগে।

নাম প্রকাশ না করার শার্তে সংগ্রিছ অধিদক্তরের একতার কর্মকর্তা জানান, এই বকল্প
থেকে অনিক্রম-দুর্নীতি করে তুখার মোহন সাধু খা মতো টাকা আয় করেছেন তার
তারে বেশি আয় করেছে ঠিটেটের আনোয়ার শিক্ষার। কারণ হিসেবে তিন বলেন,

অধিকাংশ টাকা আনোয়ার শিক্ষার হাত দিরে এলেছে। মাঠ পর্যায়ে একং
ঠিকালারণের সাথে সাার গোখু বা) এপন নিয়ে কথা কলতেন না। দেন-সরবার সব করেতেন আনোয়ার শিক্ষার। করা সাথে বতা উচ্চিত্র এবা থেকে আনেকটাই
সারাকে অন্ধকারে রাখা হতো। মেখান থেকে টাকা আসতো ২০ লাখ, আনোয়ার

পারকে অন্ধলনে রাখা এত।। বেখান পেকে লাভা আনতো ২০ লাখ, আনোধার সারকে বলতেন ৫ লাখে রাফাফায় হয়েছে।' এসব অভিযোগের বিষয় জনবান্তের প্রথান প্রকৌশলী ভূষার মোহন সাধু খাঁর মধু-পূর নার্ভাবে একা জানতে যোগাযোগ করা হ'বল তিনি ফোন রিসিভ করেননি, পরবর্তীতে হোয়াটস্যাপ বার্ভা পাঠালেও কোন উত্তর দেয়নি।

রাজউকের পরিচালক তাজিনা

(প্রথম পাতার পর)

অংকের টাকা আদায় করেন। এ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে উচ্চ অবংশন তাপা আদার করেন। ব প্রন্মতার স্বেম্বর আভ্যোগ রয়েছে, ডাফ আদাশতের নির্দেশ আমান্য করে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন না ভেঙে অবৈধভাবে সুবিধা ও উত্তরায় প্রেট্রোল পাম্প দখল করেছেন। নিরের প্রভাব বিস্তর করে নানামুখী অপরাধ ও অপকর্ম করে প্রতিনিয়ত পার পেয়ে যাচ্ছেন। অনিয়ম ও আইনবর্হিভূত কাজের

ও অপক্রম করে আভাষার পার পেরে বাচেন্দ। আদরর ও আবংশবাংস্কৃত কাজের বিষয়ে তদক্ত হল ক্ষাত্রলা সাপিট লিখিয়ে এবং উইনত কর্মকর্তাদেরকে মানেজ করে অনিয়ম-দুর্নীতির সকল তদক্ত ধামাচাপা দেন। রাজউকের অনেকেই বঙ্গদন, অভিসের কর্মচারীদের সাথে তার পূর্ববেহার চরম। এমন আচারন কোন মানুষ চাকর-বাকরের সাথেও করে না। কর্মচারীদেরকে তিনি মানুষই মনে করেন না। প্রপু রাজউকে তার আচার-আচারন উয়া তা-ই নয়। ম্মাপালারেও একই অবস্থা বলে জানান তার ক্রমচেলক সহকর্মী। জানা পেছে, চলতি বছর ক্ষেত্রমারী মানে অভিনা সরেরারারের বিকচ্চে অনিয়ম, যুব, এক্রিটিক স্তর্ভিক্তিক ক্ষাপ্রকাশ্যক ক্ষরকর্মক ক্ষাপ্রসাথে করিস্কৃত্য ক্ষাপ্রসাথে করিসক্ষা ক্ষাপ্রসাথ

দুর্নীতি অতিরিক্ত বল প্রয়োগের বিষয়ে বিচার চেয়ে একটি অভিযোগ করেন আতাউর রহমান নামে এক ব্যক্তি। এ অভিযোগ তদন্ত করতে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী

পরিচালক (প্রশাসন) মমিন উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) রাজউক, ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। ওই আদেশে তাজিনা সরোয়ারের বিরুদ্ধে তঠা এসব অনিয়মের অভিযোগ অনসন্ধান করে তদন্ত কর্মকর্তাকে ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে

আন্তর্যাক্রর অভিযোগ অনুসালা করে ভাগত ক্ষকভাকে ব (সাভ) ক্ষান্থতার করে। প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। তাজিনা সরোয়ারের বিরুদ্ধে এ অভিযোগটি তদন্ত করেন তৎকালীন সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) বর্তমান সদস্য (পরিকল্পনা, যুগাস্ঠিব) মোহামদ আবুল আহাদ। তিনি বলেদা, অভিযোগটি ছিল মিধ্যা ও বানোয়াট এবং যার নাম ব্যবহার করে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে মুক্ত সে বার্ডি নির্ভেষ্ট থীকার করেনেন এ অভিযোগ অভিযোগ উঠেছে, তাজিনা সরোয়ার এ অভিযোগ থেকে দায়মন্তি নিতে প্রভাব ও মোটা অংকের টাকা ব্যয় করেছেন। মানালবের এক উর্ধেতন কর্মকর্তাকে দিয়ে তথ্যিব করিয়ে দায়মুক্তি নো। এই কর্মকর্তার চাপে পরে তাজিলা সরোধারের পক্ষে অতিবেনন দিবত বাধ্য হল তক্ষ কর্মকর্তা এক্তিয়বাকের সতাত্তা বাককণও মিপেমিশে অভিযোগকারীকে চাপ প্রয়োগ করে এ অভিযোগ তিনি দেননি তা খীকার করতে বাধ্য করা হয়। তাজিনা এতই ক্ষমতাধর তার বিরুদ্ধে কেউ মখ খোলার

্র মভিযোগ রয়েছে, তাজিনা সরোয়ার যে এলাকায় অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভাঙ্গতে অভিযানে যান সেই এলাকায় অনেক ভবন মালিক থেকে মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে ভবন না তেন্তে চলে আলোন। এসব ভবন মালিক থেকে তাজিলা সরোয়ার নিজন্ত লোক নিয়ে যুখ লেনেকে করেন। যে ভবন মালিক টোকা না দেনে সেই ভবন সবার আগে অভিযান নিয়ে ভেঙ্গে দেন তিন্যি রাজধানী মিরপুর এলাকায় তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের শেষ নাই। আবার কিছু ভবনের ক্ষেত্রে পুলিশ ও যথেষ্ট জনকণ নাই বলে অভিযানে যান না তাছিলা সারোয়ার। অর্থাৎ এই তবন থেকে মোটা অংকের যুত্ত দেশনে করার করনে অভিযান পরিচালনা তবনে না মার্থ ভালা গেছে। তেমুনি রাজধানী কাফরালু অধ্যাকায় সিমৃপ্লেড ভেডেপপারস দিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এমন নচ্চির ঘটিয়েছেন তিনি।

প্রাওচানের ক্ষেত্রে এমন মাজর খাতরেছেন তিমা জানা গেছে, আইন অমান্য করে সিমপ্রেক্স ডেভেলপারস লিমিটেড নামের এ প্রতিষ্ঠানটি রাজধানীর কাফরলে একের পর এক ঝুঁকিপূর্ণ বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ করে চলুছে। আদালুভের নিষেধাুজ্ঞা থাকার পরও নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচেছ নিবাৰ করে সোহে । আহি আনানাতের নান্ধানক ক্রিক্তির ক্রিক্তির পরিচালক প্রতিষ্ঠানটি অস্থানা উঠেছে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপঞ্চ (রাজউকের) পরিচালক (জোন-৩) ও নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাজিনা সরোয়ার এ প্রতিষ্ঠানটিকে গোপনে সহায়তা করছেন। প্রতিষ্ঠানটি বেশ কয়েকু বছর ধরে নকশাবহির্ভূত ভবন নির্মাণের মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছে শত শত কোটি টাকা।

নাব্যনে বাত্যো নাব্যন্ত বিজ্ঞান কৰিব। মুত্র জানায়, আদালত এসব বুঁকিপূৰ্ণ ভবন ডেন্ডে ফেলার নির্দেশ দেওয়ার এক বছর পার হলেও এখনো তা বান্তবায়ন করেনি রাজউক। ২০২১ সালে কাফরুল থানাধীন দক্ষিণ কাফরুলের দুননপাড়া পর্বৃত্য মৌজার ৪৪৬ নমুর হোছিং রাজউক অনুমোদিত

এ ভবনে ২৫টি ফ্র্যাট রয়েছে। এর মধ্যে একটি ছাডা বাকি ফ্র্যাটগুলো বিক্রি হয়ে এ ভবনে ২৫টি ফ্রাট রয়েছে। এর মধ্যে এবটি ছাড়া বাজি ফ্লাটছলো বিক্রি হয়ে
গছে। এ ছাড়া উত্তর কাফকল এলাকার ৫৪৯, ৫০৭ ও ৪৪৪ নম্বর হোছিৎ,
ইব্রাহিমপুর কাফকল ৭৬৭ নম্বর হোছিৎ, দক্ষিণ কাফকলে ২৯৬/১ হোছিৎ, একই
এলাকার ৪৫২ ও ৫৪ নম্বর হোছিৎ, দক্ষিণ কাফকলে ২৯৬/১ হোছিৎ, একই
কহলত ভবন নির্মাণ করে ফ্লাট বিক্রিক করে নিরাহে বিজ্ঞানটি।
এ ছাড়া ২০২২ সালে কাফকলে ২২০ নম্বর হোছিহের অনুমোদিত নকশা ছাড়া
তবন নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠানটি। রাজউকের লোকজন সেখানে গেলে সিমপ্লেপ্ত
তবন নির্মাণ করাতে বার্থ হয়। এ ঘটনায় রাজউক নোটিশ দিলেও
কর্পপাত করেনি সিমপ্লেপ্ত।
এসব বিষয়ে রাজউক পরিচালক (জোন-৩) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাজিনা সরোত্রার
বালনা সমন্ত প্রতিয়াণ্ড ইন্দেশগ্রেপ্তাতিত। এর সাথে আমার কোনা সম্পত্ততা

বলেন, সমন্ত অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোতিত। এর সাথে আমার কোন সম্পুকততা নেই। আতাউর আমার অফিসের স্টাফ। কে বা কারা তার নাম ও ফোন নামার ব্যবহার করে বানোয়াট, মিথ্যা অভিযোগটি দিয়ে আমাকে হয়রানী করেছে। মির-পুর একটি জনবহুলু এলাকা। এখানের অবকাঠামো অনেক দুর্বল সেই সাথে ঝুঁকিপূর্ব করা হয় এবং তাদের সাথে আমার কোন আর্থিক লেনদেনের সুযোগ নাই।

